

- ◆ প্রধান উপদেষ্টার সাথে বাম গণতান্ত্রিক জোটের সভা অনুষ্ঠিত : পৃষ্ঠা ৪
- ◆ : প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত পৃষ্ঠা : ৬

- ◆ বামপন্থি আনুচা কুমারা দিশানায়কের জয় জনগণের কাছে বামপন্থিরাই ভরসা : পৃষ্ঠা ১৬
- ◆ প্রসঙ্গ : সংবিধান বিতর্ক : পৃষ্ঠা ১৬

ব্যবস্থা বদল ছাড়া ক্ষমতার হাতবদলে জনগণের ভাগ্য বদলায় না

দেশের সর্বস্তরের মানুষের অসম সাহসী অংশগ্রহণ ও আত্মবলিদানের মাধ্যমে ছাত্র সমাজের অগ্রগামী ভূমিকায় ফ্যাসিবাদী সরকার উচ্ছেদ হয়েছে ৫ আগস্ট ২০২৪। ঘটেছে ঐতিহাসিক ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণ অভ্যুত্থান। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। অনেক প্রশ্ন, সংশয় ছাপিয়ে সকল মানুষের সমর্থন পেয়েছিল এ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। আইনগত ও সাংবিধানিক বৈধতা না থাকলেও গণ অভ্যুত্থানকারী জনতার সমর্থন জুগিয়েছে সরকারের বৈধতা ও ন্যায্যতা। এখন এর কার্যকারিতা ও সাফল্য নির্ভর করবে গণঅভ্যুত্থানে যে গণআকাঙ্ক্ষা ও গণচেতনা তৈরি হয়েছে তা পূরণের দৃশ্যমান বাস্তবায়নের উপর। দীর্ঘ সময়ের ফ্যাসিবাদী শাসন সৃষ্ট গণবিরোধী সকল দুর্নীতিগ্রস্ত আয়োজন ও অব্যবস্থাপনা রাতারাতি দূর করে উপযুক্ত প্রতিস্থাপন খুবই কঠিন কাজ। কিন্তু প্রশ্ন হলো পথ চলা শুরুটা গণমুখী কি না? শুরুতেই সন্দেহ তৈরি হলো একদল ছাত্র সচিবালয়ে এসে ঘেরাও করে বিনা পরীক্ষায় সার্টিফিকেট লাভের সুযোগ নিল বিনা বাধায়, অন্যদিকে ন্যায্য বকেয়া মজুরি আদায়ের দাবিতে গুলিতে মরতে হয় শ্রমিকের? এটা কোন শুভ বার্তা দেয় নাই দেশবাসীকে।

এবারের আন্দোলন কোটা বিরোধী নামে শুরু হলোও পরিণতি পেয়েছে বৈষম্যবিরোধী নামে ও চেতনায়। পাকিস্তানি প্রায়-উপনিবেশবিরোধী

লড়াই এর শুরু থেকে মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী স্বাধীন দেশে ৫২ বছর ধরে অসংখ্য লড়াই সংগ্রামের মাঝেও বৈষম্যবিরোধী চেতনাই মুখ্য চালিকা শক্তি ও প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে। কিন্তু বৈষম্য বিলুপ্ত হওয়াতো দূরের কথা, দিনে দিনে বেড়েছে। পাকিস্তানি ২২ পরিবারের শোষণের জায়গায় স্বাধীন বাংলাদেশে কয়েক লক্ষ পরিবার গজিয়েছে। ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ একটি দৈনিক পত্রিকা জানিয়েছে মাত্র ৩ মাসে দেশে কোটিপতি বেড়েছে প্রায় তিন হাজার। ৫ হাজার কোটি টাকার সম্পদ আছে ২১ ব্যক্তির কাছে। অন্যদিকে শোষণ, নিপীড়ন, নিরাপত্তাহীনতায় কোটি কোটি মানুষ। যেখানে সবচেয়ে ধনী ৫ শতাংশ মানুষের হাতে দেশের মোট জাতীয় আয়ের ৩০.০৪ শতাংশ সেখানে সবচেয়ে গরিব ৫ শতাংশ মানুষের হাতে দেশের মোট আয়ের মাত্র ০.৩৭ শতাংশ। ধন বৈষম্য, মজুরি বৈষম্য, মালিকানা বৈষম্য, শিক্ষা-স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তিতে বৈষম্য, মৌলিক-গণতান্ত্রিক অধিকার প্রাপ্তিতে ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ বৈষম্য, গ্রাম-শহর বৈষম্য, পাহাড় ও সমতলের আদিবাসীদের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তিতে বৈষম্য, ধর্ম বিশ্বাসে পার্থক্যের কারণে অধিকার ও মর্যাদাগত বৈষম্যসহ বৈষম্যের বিশাল অচলায়তন চারিদিকে। এ সকল বৈষম্যের মূলে প্রধানত আছে ধনী-গরিব বৈষম্য। আর এর উৎস হচ্ছে একটা শোষণমূলক আর্থসামাজিক

ব্যবস্থা—যার নাম পুঁজিবাদ। সরকার বলছে সংস্কারের কথা। কিন্তু এ সংস্কার পুঁজিবাদী শোষণ উচ্ছেদের লক্ষ্যে হবে নাকি পুঁজিবাদী শোষণকে খানিকটা লাগাম টেনে সহনীয় মাত্রায় আনা বা তার মানবিক চেহারা হাজির করার লক্ষ্যে হবে অন্তর্বর্তী সরকার তা পরিষ্কার করে বলছে না।

৬টি ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য কমিশন গঠিত হয়েছে। জনপ্রশাসন, নির্বাচন ব্যবস্থা, পুলিশ প্রশাসন, বিচার বিভাগ, সংবিধান, দুর্নীতি দমন কমিশন। আরও নতুন ক্ষেত্র যোগ হবে বলা হচ্ছে। এগুলো সবই গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রায় ৮ কোটি শ্রমশক্তি তথা শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান উন্নয়ন কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, ও মজুরি বৈষম্য দূর করার ব্যাপারে সংস্কারের কর্মসূচি এখনও দেখা যায়নি। পৃথিবীর সবচেয়ে কম মজুরিতে বাংলাদেশের শ্রমিকরা কাজ করে। অর্ধেক জনসংখ্যা নারী সমাজের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার প্রশ্নসহ লিখিত অলিখিত অধিকার বঞ্চনা দূরীকরণে সংস্কারের বিষয়টিও সামনে আসেনি। সামরিক বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা সমূহ ইত্যাদি ব্যাপারে সংস্কারের বিষয়ও অনুপস্থিত। সংস্কারের রূপরেখা, পরিধি, মূলগত বিষয়াদি, সময়সীমা ইত্যাদি নিয়ে রাজনৈতিক দলসমূহ ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরুতেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু সে ব্যাপারে তেমন তৎপরতা নাই। কারণ রাজনৈতিক ঐকমত্য ছাড়া

কোনো সংস্কারই কার্যকর হবে না। সরকারের ভিতরে নানা অস্থিরতা ও সময়হীনতা দেখা দিচ্ছে। দেশজুড়ে অরাজক পরিস্থিতিও অনেক ক্ষেত্রে সীমা ছাড়াচ্ছে। আন্দোলনে নেতৃত্বকারী সরকার ঘনিষ্ঠ ছাত্র শক্তির মাঝে সুবিধা প্রাপ্তি, আন্দোলনের কৃতিত্ব পকেটস্থ করার মনোভাব এবং ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের অভিশাপ ইত্যাদি জনমনে বিরূপতা তৈরি করেছে। অভ্যুত্থানে ভূমিকা পালনের কৃতিত্ব দাবিদারের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। মূল দাবিদার আপামর শ্রমিক-জনতার কথা অনুচরিত থাকছে। এ যেন রবীন্দ্রনাথের লেখার মতো, ‘রথযাত্রায় লোকারণ্য, মহা ধুমধাম, ভক্তেরা লুটায় পথে করিছে প্রণাম। পথভাবে আমি দেব, রথভাবে আমি, মূর্তিভাবে আমি দেব-হাসে অন্তর্যামী।’ আন্তর্জাতিক যোগাযোগ এক সুতার টানের বদলে আরেক সুতার টানে দেশের সার্বভৌম অবস্থান পূর্ব থেকে পশ্চিমে হেলে পড়বে কি না সে সংশয়ও রয়েছে। তাছাড়া শাসন ক্ষমতার ব্যবহারে নতুন রাজনৈতিক দল হতে যাচ্ছে কি না সে ব্যাপারে আকাশে হালকা ভাসমান মেঘের মতো অনেকে অনুমান করতে চাইছেন।

অতীতের বহু অর্জন বিসর্জনে যাবার দৃষ্টান্তও নানাভাবে উঁকি দিচ্ছে। আসলে জনগণের বিজয়কে ধারণ করার মতো জনগণের অর্থাৎ এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

জুলাই '২৪ ছাত্র-শ্রমিক-জনতার অভ্যুত্থানের চেতনায়

বৈষম্যহীন-গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করুন

শিক্ষা দিবস উপলক্ষে ছাত্র সমাবেশে নেতৃবৃন্দ

১৭ সেপ্টেম্বর মহান শিক্ষা দিবসের ৬২তম বার্ষিকী উপলক্ষে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে ২৬ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বোপার্জিত স্বাধীনতা চত্বরে এক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ শেষে কয়েক শতাধিক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে একটি বর্ণাঢ্য মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে দোয়েল চত্বর, হাইকোর্ট, তোপখানা রোড হয়ে সেগুনবাগিচায় কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এসে শেষ হয়।

ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুক্তা বাউড়-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সভাপতি কমরেড জর্নাদন দত্ত নান্টু। আরও বক্তব্য রাখেন ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সুহাইল আহমেদ শুভ, দপ্তর সম্পাদক অনিক কুমার দাস, '২৪ গণ অভ্যুত্থানের অন্যতম সংগঠক ছাত্র ফ্রন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্যসচিব অদিতি ইসলাম, জাহাঙ্গীরনগর



বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতা সোহাগী সামিয়া, গাজীপুর মহানগরের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মাওলা, নারায়নগঞ্জ জেলার সভাপতি সাইফুল ইসলাম,

সমাবেশ পরিচালনা করেন ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, ১৯৬২ সালের ১৭

সেপ্টেম্বর তৎকালীন পাকিস্তানি সামরিক জাভা আইয়ুব সরকার কর্তৃক গঠিত শরীফ কমিশন এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

ব্যবস্থা বদল ছাড়া ক্ষমতার হাতবদলে জনগণের ভাগ্য বদলায় না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শোষিত জনতার নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তি যদি গণ আকাজক্ষা ধারণ করে তা বাস্তবায়নের সর্বাত্রিক শক্তি সামর্থ্যের ও নেতৃত্বের জায়গায় না থাকে তাহলে পরাস্ত এবং প্রতিক্রিয়ার সকল শক্তি শুধু মাথাচাড়া দেয় না, সব কিছু দখলে নেবার চেষ্টা চালায় এবং অনেক ক্ষেত্রে সফলও হয়। আমাদের দেশের গণসংগ্রামের সুদীর্ঘ ইতিহাস এই সত্য তুলে ধরে যে, জনগণ যে শক্তিকে পরাস্ত করে ক্ষমতালিপ্সু শাসক-শোষক শ্রেণির আশ্রয়-প্রশ্রয়ে সেই শক্তি অথবা অনুরূপ শক্তি অবস্থার সুযোগ নিয়ে ক্ষমতার মসনদে বসে অথবা শরিক হয়। এবারেও অতীত ঘটনার পুনরাবৃত্তি পুরোপুরি রোধ করতে না পারলেও জনগণের প্রকৃত শক্তি বাম প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যবদ্ধ অবস্থানই কেবল তা প্রতিহত করার ক্ষেত্র রচনা করতে পারে।

আওয়ামী ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের কঠোর নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের স্বলে বর্তমানে অনিয়ন্ত্রিত একটা খোলা পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এতে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় সামনে আসলেও অনেক লুকিয়ে থাকা ছদ্মাবরণে ঢাকা বিষয় ও শক্তির উন্মোচনও ঘটেছে যা সঠিক মতাদর্শিক সংগ্রাম পরিচালনা করতে পারলে জনসচেতনতা বাড়বে এবং গণ-আয়তনে সংস্কৃতি চেতনার মানোন্নয়ন হবে শাসন ব্যবস্থা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, নীতি-নৈতিকতাসহ সকল ক্ষেত্রে। গণ অভ্যুত্থানের পর ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে সম্প্রতি ইনক্লুসিভা বা অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের আওয়াজ বেশ জোরেসারেই উঠছে। এই অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়ে বিভ্রান্তিও দূর হওয়া দরকার। সকল মত পথ চিন্তাকে কঠোর অনুশাসনে দমিয়ে রাখা যেমন ফ্যাসিবাদের ক্ষেত্র রচনা করে, তেমনি যাচাই-বাছাই ছাড়া বহু মতের জটিলার ফাঁকেও জনপ্রিয় মতের মাতমে ফ্যাসিস্ট শক্তি মাথা তুলতে পারে। বহু মত-পথের উপস্থিতি হাজির করা এ জন্যই দরকার যাতে বৈজ্ঞানিক যুক্তি বিচার বিশ্লেষণে ভ্রান্ত চিন্তা, প্রতিক্রিয়াশীল ভাবনা ধারণাকে আদর্শিকভাবে মোকাবিলা করে পরাস্ত করা যায়। সঠিক মত পথে দেশ পরিচালনা করা যায়। সব মতের জগাখিচুরি থাকলে এবং প্রগতি প্রতিক্রিয়ার সীমারেখা টানা না গেলে গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল চেতনা ও শক্তি মার খায়। এতে ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠির বদল হলেও ফ্যাসিবাদের মনোজগত বদলায়না। যেমন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মূল্যবোধ যা ইতিমধ্যে গত ৫২ বছরের বুর্জোয়া শাসনে অনেক বিকৃত রূপ ধারণ করেছে এখন তাকে সম্পূর্ণ নস্যৎ করার জন্য ৯০ ভাগ মুসলমানের দোহাই দেয়া হচ্ছে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধকালেও শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমান ছিল। আবার ১ ভাগেরও কম ছিল রাজাকার-আলবদর হানাদার বাহিনীর সহযোগী মুসলমান। ৯০ ভাগ মুসলমান ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। এই ৯০ ভাগ মানুষ যদি অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ না হতেন তাহলে দেশ স্বাধীন হতো না। ১ ভাগ কথিত মুসলমানের চেতনায় ৯০ ভাগ মানুষ যুক্ত থাকলে পাকিস্তানি উপনিবেশিক শাসন আজও বহাল থাকতো। এখন

পার্বত্য জেলায় সংঘাত সংঘর্ষে ও মৃত্যুর ঘটনায় বাম গণতান্ত্রিক জোটের উদ্বেগ

সংঘাত, লুটপাট, অগ্নিসংযোগের ঘটনা বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা এবং সংঘাতের জন্য দায়ীদের শাস্তি দাবি

ঐ ১ ভাগ শাসকশ্রেণি কর্তৃক দীর্ঘদিনের পুনর্বাসন সুযোগ নিয়ে আবারও ৯০ ভাগ মুসলমানের ধুয়া তুলে অসাম্প্রদায়িক চেতনার মূলে আঘাত করে তাদের কয়েমি স্বার্থ রক্ষা ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশীদার হওয়ার চেষ্টা করছে। এরা ইসলামি নৈতিকতার কথা বলে যুব সমাজকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। অথচ গত ১৫-১৬ বছর আওয়ামী ফ্যাসিবাদী শক্তির ছাত্র সংগঠনের ভিতর ঢুকে জামায়াতে ইসলামের ছাত্র সংগঠন ইসলামি ছাত্র শিবির কত যে অনৈতিক ও সন্ত্রাসী কাজ করেছে এখন তার স্বীকারোক্তি দিচ্ছে। সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকের মতো পদে এখন যারা পরিচিত হচ্ছেন, তারাও কীভাবে এ অসৎ নীতিহীন উপায় অবলম্বন করতে পারেন, ফ্যাসিবাদী মানসিকতা লালন না করলে ফ্যাসিবাদী শক্তির সাথে গোপনে বা প্রকাশ্যে শরিক হওয়া যায় না। অতীতে মূল সংগঠন জামায়াতে ইসলাম নারী নেতৃত্ব হারাম বলেও তাদের নেতৃত্বে ক্ষমতার অংশীদার কিংবা যৌথ আন্দোলনে শরিক হয়েছিলেন। অপরাপর ধর্মাদ্ধ মৌলবাদী শক্তিসহ বুর্জোয়া পাতিবুর্জোয়া দলগুলির মধ্যে নীতিহীনতার বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাবে। বামপন্থিদের একাংশও এই আদর্শ বর্জিত নীতিহীনতার পথে হেঁটে বামপন্থাকে কলঙ্কিত করেছেন, এখন ভোগান্তির শিকার হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে হলেও মুক্তিযুদ্ধ আওয়ামী লীগের যুদ্ধ ছিল না, মুক্তিযুদ্ধ ছিল জনযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অঙ্গীকারের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আওয়ামী লীগ দেশ শাসন করেছে। সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায় বিচার, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, স্বাধীন জাতীয় বিকাশের জাতীয়তাবাদ কোনোটার সাথেই আওয়ামী লীগের শাসনের সংগতি ছিল না। আমাদের সংবিধান ছিল মুক্তিযুদ্ধের অর্জন। তাতে অনেক অসম্পূর্ণতা ছিল। বিভিন্ন জাতিসত্ত্বা তথা আদিবাসীদের স্বীকৃতি ছিল না, নারীদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারের সমতা ছিল না, মৌলিক অধিকার প্রাপ্তিতে আইনি সুরক্ষা ছিল না ইত্যাদি অনেক বিষয় ছিল যা সংশোধনের দাবি রাখে। কিন্তু আওয়ামী লীগ মূল সংবিধানের অধিক গণতন্ত্রায়নের বদলে ক্ষমতা কৃক্ষিগতকরণ ও মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা বিরোধী অনেক সংশোধনী যেমন এনেছে, তেমনি সংবিধানে লিখিত বিধানের বিপরীতে দাঁড়িয়ে দেশ শাসন করেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাণিজ্য করেছে। এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাবে। ৫২ বছর যারা দেশ শাসন করেছে সে সামরিক বা অসামরিক যে শক্তিই হোক সবাই মিলে সংবিধানকে কাটাছেড়া করে গৌজামিলের দলিলে পরিণত করেছেন। ফলে এখন সংবিধান সংস্কারের কথা যখন এলো, তখন বাচ্চার গা ধোয়ানো পানির সাথে বাচ্চাকে ফেলে দেওয়ার সমতুল্য ভাবনা নিয়ে আসা হচ্ছে।

আমরা দীর্ঘদিন ধরে বলে এসেছি, সংবিধানের মৌল কাঠামো অক্ষত রেখে বিভিন্ন সময়ের স্বেচ্ছাচারী, স্বৈরাচারী শাসনের পরিপূরক অগণতান্ত্রিক সংশোধনী বাতিলসহ গণতন্ত্রকরণে যে অসম্পূর্ণতা তা দূর করে সংবিধানকে সাজাতে হবে। নতুন সংবিধানের নামে মূলভিত্তি উপড়ানোর কোনো চেষ্টা গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণের বাম গণতান্ত্রিক জোট কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়ক রাজেকুঞ্জামান রতন, কেন্দ্রীয় নেতা রুহিন হোসেন প্রিন্স, ইকবাল কবির জাহিদ, মাসুদ রানা, মোশাররফা মিশু, আব্দুল আলী ২১ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটিসহ পার্বত্য জেলায় হত্যা, সংঘাত, দোকান-পাট, ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ ও নিন্দা প্রকাশ করেছেন।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, যে কোন ছোট ঘটনায় কেন বারবার পার্বত্য জেলাগুলো অশান্ত হয়ে উঠে তার কারণ উদ্ঘাটন করা যেমন জরুরি

কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না, তা প্রতিরোধের মুখে পড়বে।

পুলিশ প্রশাসন এখনও ব্রিটিশের ১৮৬১ সালের লাঠিয়াল বাহিনী গঠনের আদলে গঠিত এবং পরিচালিত। ব্রিটিশের ৮৬ বছর, পাকিস্তানের ২৩ বছর এবং বাংলাদেশের ৫২ বছর অর্থাৎ প্রায় ১৬১ বছর ধরে প্রায় একই বিধান চলে এসেছে। শাসনের নামে শোষণ চালিয়ে মানুষকে নিঃশ্ব কর, অপরাধমূলক কাজে ঠেলে দিয়ে কিংবা অধিকার বঞ্চনায় ক্ষুব্ধ করে প্রতিকারহীন অসহিষ্ণুতায় নামিয়ে দিয়ে পুলিশ দিয়ে লাঠিপেটা, দমনপীড়ন, জেল-জুলুম ইত্যাদি কাজে ব্যবহার অনেকটা যেমন সর্প হয়ে দংশন করো, ওঝা হয়ে ঝাড়ো-র মতো ব্যবহার চলে এসেছে। সমাজকে অপরাধমুক্ত অর্থাৎ শোষণ ও বৈষম্যমুক্ত সমাজ নির্মাণের প্রচেষ্টার পাশাপাশি পুলিশ বাহিনীকে গণনিপীড়নের বাহিনী হিসাবে না রেখে জননিরাপত্তামূলক সেবা কাজের বাহিনীতে পরিণত করার শিক্ষা, মনস্তাত্ত্বিক গড়ন ও সার্বিক আয়োজনে উপনিবেশিক ব্যবস্থার বদলে স্বাধীন দেশের উপযোগী করে সাজাতে হবে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অপরাধ থাকবে। তাই অপরাধ দমনের পাশাপাশি অপরাধের উৎস আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা উচ্ছেদের সংগ্রামও চালিয়ে যেতে হবে। পুলিশ সদস্যদের নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা ও অতিরিক্ত শ্রমে ওভারটাইম থাকা দরকার। নির্বাহী কর্তৃপক্ষ কিংবা উচ্চপদস্থদের আইনবহির্ভূত নির্দেশ না মানলে বদলি, সাজা ইত্যাদি ব্যাপারে আইনি সুরক্ষা থাকতে হবে। প্রতি থানায় একজন আইনজীবী ও একজন মনোরোগ জ্ঞানসম্পন্ন চিকিৎসক থাকার বিষয় ভেবে দেখা যেতে পারে। পুলিশ কোন মিথ্যা মামলা দায়ের করলে বা হয়রানি করলে তা প্রমাণিত হলে ঐ মামলার শাস্তি পুলিশকে ভোগ করতে হবে। অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা এবং সকল কালাকানুন বাতিল না করলে পুলিশকে গণতন্ত্রের উপযোগী কাজে লাগানো যাবে না।

জনপ্রশাসনের সংস্কারের কথা এসেছে। ইংরেজ আমলে এদের বলা হতো পাবলিক সার্ভেন্ট বা জনগণের চাকর। বাস্তবে তারা ছিল ইংরেজ শাসকদের চাকর আর জনগণের প্রভু। পাকিস্তান আমলেও তাই ছিল। তারা উপনিবেশিক শাসকদের চাকর আর জনগণের প্রভুতে পরিণত হয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশেও তার মৌলিক কোন পরিবর্তন হয়নি। এরা গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের কর্মচারী না হয়ে সরকারি কর্মচারী তথা ক্ষমতাসীন শাসক দলের কর্মচারীতে পরিণত হয়েছেন। বিগত ফ্যাসিবাদী সরকারের আমলে তা অনেকটা শাসক দলীয় প্রশাসনিক শাখায় পরিণত হয়েছিল। এদের পদ এর চেয়ে সংখ্যা বেশি, কাজের চেয়ে ভোগ ও বহুমুখী সুবিধা লাভের উপায় বেশি। রাষ্ট্রের আমলাতান্ত্রিক চরিত্র বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন তথা উৎপাদন, বিলিফটন, শাসন-প্রশাসন সকল ক্ষেত্রে জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা না গেলে কোন সংস্কারই সত্যিকার জনপ্রশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক হবে না।

নির্বাচন ব্যবস্থা সারা পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া জুড়েই নিরানব্বই ভাগ দরিদ্র পীড়িত অসংগঠিত অসচেতন জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে

বিভুবান ক্ষমতালালী এক ভাগ মানুষের শাসন ক্ষমতা কিনে নেবার ব্যবস্থাপত্রে পরিণত হয়েছে। বহুকাল আগে রুশ বিপ্লবের নেতা কমরেড লেনিন বলেছিলেন, বুর্জোয়াশ্রেণি কয়েক বছর পর পর তাদের কোন অংশ শাসন শোষণ চালাবে তার একটা অনুমোদন নিয়ে নেয় জনগণের কাছ থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে। স্বাধীন বাংলাদেশে গত ৫৩ বছরে ১২টা নির্বাচন হয়েছে। তার মধ্যে ৯টি জালজালিয়াতি প্রতারণা, সংঘাত সংঘর্ষ, ভোট কেনাবেচা, তদারকি রেফারি দিয়ে ভোটের হিসাব ঠিক রাখা ইত্যাদিতে সম্পন্ন হলেও শেষের ৩টি (২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪) তে ভোট ব্যবস্থাকেই দুমড়েমুচড়ে উধাও করে দেওয়া হয়েছিল। সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনের দাবি অগ্রাহ্য হয়েছিল। তদারকি সরকার যা আপেক্ষিক অর্থে ভোটের আয়োজন নির্বিল্ল করতে পারতো তা সংবিধানে সংশোধনী এনে বাতিল করা হয়েছে। নির্বাচনে প্রার্থী যোগ্যতার মাপকাঠির গ্রাহ্য করা হয়নি। এখন ভোট হরণকারী সরকার নেই। আগামী ভোটের মাধ্যমে বিজয়ী সরকার হলেই কি জনগণের প্রকৃত ক্ষমতায়ন তাতে প্রতিষ্ঠিত হবে? কাগজে-কলমে ভোটের সংস্কারবাণী লিখে তা কতোটা পূরণ হবে। আমরা ইতিপূর্বে রাষ্ট্রপতি এবং নির্বাচন কমিশনে আমাদের মতামত সুনির্দিষ্ট করে রেখেছি যা গুরুত্ব পায়নি, হিসাবেও আসেনি। আমরা তা প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করে আরও কিছু বিষয় বর্তমান বাস্তবতায় যুক্ত করে অন্তর্বর্তী সরকারের গঠিত কমিশনের কাছে ও দেশবাসীর কাছে তুলে ধরার আশা রাখি।

বিচার বিভাগ সংস্কারের কথা এসেছে। বিচার ব্যবস্থাকেও বিগত শাসক দল তাদের আইনি ফরমাশ জারি করার কাচারিতে পরিণত করেছিল। দেশের সর্বোচ্চ আদালতকে স্বাধীন বলা হলেও তার নিজস্ব কোন সচিবালয় নেই। নিম্ন আদালত সরাসরি নির্বাহী কর্তৃত্বের অধীন। উচ্চ আদালতেও বিচারক নিয়োগের মানদণ্ড ১০ বছরের জজিয়তি ও ১০ বছরের ওকালতিতে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল। এর নতুন মানদণ্ড জরুরি। দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের কথা এসেছে। নীতিহীনতা থেকে দুর্নীতি আসে। পুঁজিবাদী নীতি বহাল রেখে দুর্নীতির রাশ টানার চেষ্টা করা যেতে পারে কিন্তু দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ সম্ভব নয়। তাই আজ গণ অভ্যুত্থান যে চেতনাকে সামনে তুলে ধরেছে তা বৈষম্য বিরোধী চেতনা। এই চেতনা পুঁজিবাদের সেবা করে রক্ষা ও বাস্তবায়ন করা যাবে না, যেমনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে রক্ষা ও বাস্তবায়ন করা যায়নি। তাই আজ সকল বাম প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তিকে ইতিহাসের শিক্ষা নিয়ে বিদ্যমান বাস্তবতার আলোকে নতুন শপথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামনে এগুতে হবে। শোষণমূলক ব্যবস্থা বহাল রেখে শুধু হাতবদল নয়, বরং শোষণের ব্যবস্থাটাই আমূল বদলের লক্ষ্যে নৈতিক আদর্শিক লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে হবে। তা না হলে বৈষম্যের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলন সফল পরিণতি পাবে না। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা সে কথাই মনে করিয়ে দেয়। ফলে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় লড়াইয়ের পথকে এগিয়ে নিতে হবে।

তেমনি দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেওয়াও দরকার। তা না হলে কিছু দিন পর পর একই ঘটনা ঘটতে থাকবে। পাহাড়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরানোর লক্ষ্যে যে শাস্তিচুক্তি হয়েছে তা বাস্তবায়ণে যাথাযথ উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

শাস্তিচুক্তি অনুযায়ী ১৯৯৮ সালে গঠিত হয়েছিল আঞ্চলিক পরিষদ। কিন্তু তারপর থেকে গত দুই দশকে এসব পরিষদে একবারেরও জন্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে জমির মালিকানা নিয়ে আছে বিশেষ কিছু আইন। ব্রিটিশ

আমলের সেসব আইন অনুসারে ভূমির মালিকানা প্রথাগতভাবে সেখানে যারা বসবাস করে আসছে সেসব পাহাড়ি মানুষের। এসব ভূমির মালিকানার কোন দলিলপত্র নেই তাদের কাছে। কিন্তু পরে বাঙালিদেরকে যখন সেখানে নিয়ে গিয়ে তাদের জন্যে বসতি গড়ে দেওয়া হলো তখন শুরু হলো ভূমি নিয়ে বিরোধ, যাকে বলা হয় সঙ্কটের মূল কারণ। নেতৃবৃন্দ, সাম্প্রতিক সংঘাত ও সংঘর্ষে নিহতদের ক্ষতিপূরণ, আহতদের চিকিৎসা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেয়ার দাবি জানান।

পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন কমিটি বাতিলের প্রতিবাদে

বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত

পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন সমন্বয় কমিটি বাতিলের প্রতিবাদে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে ২৯ সেপ্টেম্বর '২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাজু ভাস্কর্যের সামনে শহিদ ডা. মিলন চত্বরে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুক্তা বাউড়-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি সুমিত্রা মরিয়ম, সাংগঠনিক সম্পাদক সুহাইল আহমেদ শুভ, দপ্তর সম্পাদক অনিক কুমার দাস। সংহতি বক্তব্য রাখেন, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি প্রকৌশলী শম্পা বসু, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সহসভাপতি কামরুজ্জামান ভূঁইয়া। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, গত ১৫ সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রণীত ও মুদ্রিত সব পাঠ্যপুস্তক সংশোধন এবং পরিমার্জন কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন ও সময়ের লক্ষ্যে ১০ সদস্যের একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করেছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। পাঠ্যপুস্তক সংস্কার কমিটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সামিনা লুৎফা এবং পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কামরুল হাসান মামুনের অন্তর্ভুক্তির পর থেকে তাঁদের বিরুদ্ধে কুৎসা এবং মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে আসছে



জামায়াত-হেফাজত ধর্মীয় মৌলবাদী রাজনৈতিক দল ও সংগঠনসমূহ। তাদেরকে 'ইসলামবিদ্বেষী' হিসেবে ঘোষণা করে তাদের জীবনের নিরাপত্তার শঙ্কা তৈরি করেছে এবং ১৩ দিনের মাথায় কমিটি বাতিল করা হয়েছে।

সমন্বয় কমিটি কেন বাতিল করা হলো? এ বিষয়ে শিক্ষা ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদুদ্দিন মাহমুদ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বলেছেন, এটা অনানুষ্ঠানিক কমিটি, ভুলবশত প্রজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। তার কথায় প্রশ্ন উঠেছে, অনানুষ্ঠানিক

কমিটি কেন করা হলো, এর কাজ-ই বা কী? কেনই বা ১৩ দিনের মাথায় তা বাতিল করা হলো? তা হলে আনুষ্ঠানিক কমিটি কোথায়? তার সদস্য কারা? এই অনানুষ্ঠানিক সমন্বয় কমিটি নিয়ে কেন এই লুকোছাপা?

নেতৃবৃন্দ বলেন, নীতিগত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে স্বার্থাঘেযী মৌলবাদী গোষ্ঠীর হুমকির মুখে অন্তর্বর্তী সরকারের আপস ও নতি স্বীকার বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্বেগজনক। সরকারের পিছু হটা নীতি আগামী দিনের সংস্কারের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট

দৃষ্টান্ত হবে। হাজারো জীবন আত্মত্যাগের বিনিময়ে ছাত্র-শ্রমিক, জনতা অভ্যুত্থানে নতুন দেশ গড়ে তোলার যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যা ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিকসহ সব বৈচিত্র্য-মতামতের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সম-অধিকার নিশ্চিত করবে। বাংলাদেশ রাষ্ট্র হবে গণতান্ত্রিক, বৈষম্যমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক ও সেকুলার। কিন্তু আতঙ্কের বিষয় হলো অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিরুদ্ধে কুৎসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা ছড়ানো হচ্ছে, হুমকির বাতাবরণ সৃষ্টির প্রচেষ্টা ক্রমেই উৎকট ও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। এ ধরনের স্বার্থাঘেযী মহলের অপপ্রচার, হুমকির মুখে নতি স্বীকার করে অন্তর্বর্তী সরকার আপস করেছে; যার উদ্বেগজনক উদাহরণ হলো এই পাঠ্যপুস্তক সংশোধন ও পরিমার্জন সমন্বয় কমিটি বাতিলের ঘটনা। পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন সমন্বয় কমিটি বাতিলের ঘটনা যেমন একদিকে সরকারের মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে আপস অন্যদিকে বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের আকাজক্ষার প্রতি প্রহসন।

নেতৃবৃন্দ সমাবেশ থেকে অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত বাতিল করে আগামী দিনে পাঠ্যপুস্তক সংশোধন এবং পরিমার্জনের জন্য ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষা গবেষক-চিন্তক ও যারা দীর্ঘ দিন ধরে গণতান্ত্রিক শিক্ষার দাবিতে লড়াই করছে এমন ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রতিনিধি নিয়ে কমিটি গঠনের দাবি জানান।

লেবানন ও ফিলিস্তিনে গণহত্যা বন্ধ কর, ইসরায়েলকে জাতিসংঘ থেকে বহিস্কার কর

বাম জোটের সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত

লেবানন ও ফিলিস্তিনে গণহত্যা বন্ধ ও ইসরায়েলকে জাতিসংঘ থেকে বহিস্কারের দাবিতে ২ অক্টোবর বাম গণতান্ত্রিক জোটের উদ্যোগে ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক ও বাসদ সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সিপিবি'র সভাপতি কমরেড শাহ আলম। উপস্থিত ছিলেন বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল কবির জাহিদ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশারফা শিশু, বাসদ (মার্ক্সবাদী)র সমন্বয়ক মাসুদ রানা, সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদসহ বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদীগোষ্ঠী মধ্যপ্রাচ্যে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও তেল সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৪৮ সালে স্বাধীন



ফিলিস্তিন ভূমিতে ইসরায়েল নামক একটি কৃত্রিম রাষ্ট্র স্থাপন করে। সাম্রাজ্যবাদের নিলর্জ সমর্থন ও সহযোগিতায় ইসরায়েল রাষ্ট্রটি ক্রমাগত ফিলিস্তিনিদের হত্যা ও ভূমি দখল করে নিষ্ঠুর দানবীয় শক্তি হয়ে উঠেছে। ফিলিস্তিনি জনগণ ভূমি হারিয়ে এখন নিজভূমে পরবাসী। ইতিমধ্যে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী জায়েনবাদী নেতানিয়াহু সরকার ৪২ হাজার ফিলিস্তিনিকে বর্বরোচিতভাবে হত্যা করেছে, লাখ লাখ মানুষ হাত-পা, অঙ্গ হারিয়েছে এবং এখনও আক্রমণ অব্যাহত

রেখেছে। বরং হামলা জোরদার করার হুমকি দিয়ে চলছে। হামলায় হাসপাতাল-স্বাস্থ্যকেন্দ্র, আশ্রয় শিবির, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্মীয় উপাসনালয়, কোনো কিছুই রক্ষা পাচ্ছে না। গাজা উপত্যকাকে ধ্বংস ভূমিতে পরিণত করেছে। ইতিমধ্যে ইসরায়েলে হামলায় লেবাননের ২ হাজার নারী-শিশুসহ সাধারণ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। তারা লেবাননে সর্বাত্মক বিমান-স্থল আক্রমণ করে চলেছে।

লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনি নাগরিক নিজ দেশে এবং

জর্ডান, লেবানন, সিরিয়ার উদবাস্ত শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। ইজরায়েল এখন সমগ্র লেবানন, গাজা ও পশ্চিম তীরের বেসামরিক মানুষকে লক্ষ্যবস্তু করে হামলা চালাচ্ছে। নেবাননের কয়েক লক্ষ নাগরিকও এখন নিজ দেশের আশ্রয় শিবিরে উঠেছে। বিশ্বের প্রতিটি দেশে লাখ লাখ মানুষ, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক ফিলিস্তিনে হামলা বন্ধের দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ করেছে কিন্তু ইসরায়েল এই জনমতকে উপেক্ষা করে চলছে।

যুদ্ধ বন্ধে জাতিসংঘ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। যুদ্ধাপরাধের দায়ে এই যুদ্ধবাজ নেতানিয়াহুকে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে বিচারের আওতায় আনতে হবে। ইসরায়েলকে জাতিসংঘ থেকে বহিস্কার করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। ইসরায়েলের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং লেবানন ও ফিলিস্তিনের সংগ্রামী জনগণের লড়াইকে সমর্থন করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতিও উদাত্ত আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ।

ব্যাটারিচালিত যানবাহনের লাইসেন্স প্রদান উচ্ছেদ ও হয়রানি বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট : সিলেট

বিআরটিএ কর্তৃক ব্যাটারিচালিত যানবাহনের লাইসেন্স প্রদান, সিলেট নগরীতে ব্যাটারিচালিত যানবাহন উচ্ছেদ ও হয়রানি বন্ধের দাবিতে ২ অক্টোবর শ্রমিক ফ্রন্ট সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

আম্বরখানাস্থ সংগঠনের কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিল শুরু হয়ে শহিদ মিনারের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রমিক ফ্রন্ট সিলেট জেলার আহ্বায়ক আবু

জাফরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, ছাত্র-শ্রমিক জনতার অভ্যুত্থানে শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণ-জীবনদান ছিল অনুসরণীয়। শ্রমজীবী মানুষের আকাজক্ষা ছিল ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন হলে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। ব্যাটারিচালিত যানবাহনের নীতিমালা প্রণয়ন করে লাইসেন্স প্রদানের খসড়া নীতিমালা চূড়ান্ত হবে। তাছাড়া মহাসড়ক ব্যতীত সর্বত্র ব্যাটারিচালিত যান চলাচলে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনাও রয়েছে। নেতৃবৃন্দ ব্যাটারিচালিত যানবাহনের লাইসেন্স প্রদান ও উচ্ছেদ-হয়রানি বন্ধের জোর দাবি জানান।



অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বাম গণতান্ত্রিক জোটের সভা অনুষ্ঠিত

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বাম গণতান্ত্রিক জোটের সভা ৫ অক্টোবর ২০২৪ প্রধান উপদেষ্টার অফিস কাম বাসভবন যমুনাতে অনুষ্ঠিত হয়।

বাম গণতান্ত্রিক জোটের পক্ষ থেকে প্রধান উপদেষ্টাকে লিখিতভাবে যে বক্তব্য পেশ করা হয় তা নিচে দেওয়া হলো।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জনাব,
দেশের বর্তমান পরিস্থিতি, আপনাদের গৃহীত উদ্যোগসমূহ এবং বাম জোটের ভাবনা নিয়ে আলোচনার লক্ষ্যে আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আপনাকে এবং উপদেষ্টামণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানাই।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে ছাত্র-শ্রমিক, জনতার গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৫ বছরের ফ্যাসিস্ট শাসনের অবসান হয়েছে। দুঃশাসনের ফলে নিপীড়িত মানুষের বিপুল আশা এখন ব্যবস্থা পরিবর্তনের পথে বাংলাদেশ অগ্রসর হবে। ফলে মানুষের প্রত্যাশা পূরণের দায়িত্ব নিয়ে আপনাদের কাজ করে যেতে হচ্ছে।

ইতিমধ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার ঘটনা জনগণের মধ্যে উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। স্বল্প মজুরি, বকেয়া মজুরি, বন্ধ কারখানা নিয়ে অনিশ্চয়তা—শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক অসন্তোষের জন্ম দিয়েছিল। আমাদের আশঙ্কা, মালিকপক্ষের চুক্তি না মানার প্রবণতাসহ সমস্যার যথাযথ সমাধান না হলে আবার সংকট তৈরি হতে পারে। মজুরি সংক্রান্ত বিষয়ে শ্রমিক পক্ষের মতামত নিয়ে সমাধানের উদ্যোগ নেয়া জরুরি। শ্রমিকদের উপর নিপীড়নমূলক পদক্ষেপ আমাদের কাম্য নয়। শ্রমিকদের উপর গুলি চালানোর ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমরা নিহত পরিবারকে ক্ষতিপূরণ ও আহতদের বিনামূল্যে চিকিৎসা নিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছি। আহতদের কোন অঙ্গহানি হলে তার জন্য আলাদা ক্ষতিপূরণ বরাদ্দ করতে হবে। এইসকল ঘটনায় দোষীদের শাস্তি দিতে হবে। এগুলো আইনের শাসন ও মালিকদের জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হবে। শ্রমিকের সমস্যা সমাধানে আলোচনাকে প্রাধান্য দিয়ে কার্যক্রম শুরু করতে হবে। শিল্পাঞ্চলে নানা ধরনের ব্যবসার দখল পাট্টা দখল নিয়ে যারা সংকট সৃষ্টি করতে চায়, তাদের বিষয়ে



সতর্ক পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

সমতল ও পাহাড়ের জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ দেশে উদ্বেগ ও বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করছে। বাউলদের উপর আক্রমণ, মাজারে হামলা-দেশের ধর্মীয় সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করার শামিল। এক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক শক্তির অশুভ তৎপরতা জনগণকে উদ্ভিগ্ন করছে। আসছে দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করেও তাদের মনে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সনাতন ধর্মাবলম্বীসহ সংখ্যালঘুদের উৎসব যাতে শান্তি ও স্বস্তির সাথে পালিত হতে পারে সে জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে নাগরিকদের যুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করুন। একটি সম্প্রীতির আবহাওয়া গড়ে তুলতে পদক্ষেপ নিন।

সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া। কিন্তু কোথাও না কোথাও থেকে এ কাজ তো শুরু করতে হবে। সংস্কারের লক্ষ্যে আপনারা ৬টি কমিশন গঠন করেছেন—এজন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। এই কমিশনসমূহের কার্যপরিধি এবং রোডম্যাপ সম্পর্কে জানা থাকলে দেশবাসী আশ্বস্ত হবে। কমিশনের প্রধানদের নিয়ে, বিশেষ করে সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রধান নিয়ে বিতর্ক এবং সন্দেহ অনভিপ্রেত। সূষ্ঠ ও অবাধ নির্বাচনের লক্ষ্যে সংবিধান যতটুকু সংশোধন দরকার, ততটুকু সংশোধন করার উদ্যোগটাই যথার্থ হবে বলে আমরা মনে করি।

একটি নির্বাচিত সরকার ছাড়া সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যাবে না। তাই নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার করে নির্বাচনের রোডম্যাপ

ঘোষণা করার জন্য প্রধান অংশীজন রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনা শুরু করা প্রয়োজন।

দ্রব্যমূল্য সহনীয় রাখতে বাজার ও সিডিকেট নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। পাঠ্যক্রম সংশোধন কমিটি নিয়ে যে ধরনের ঘটনা ঘটলো তা কোনভাবেই কাম্য নয়। ইতিহাসের শিক্ষা এই যে, সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রশ্রয় দিলে দেশের জনগণের মধ্যে সংহতি বিনষ্ট হয়।

কিছু বিষয়ে আমাদের উদ্বেগ আমরা আপনাদের কাছে জানাতে চাই। এখন পর্যন্ত আহতদের সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ, তাদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে অগ্রগতি দৃশ্যমান নয়। এটা অন্যতম প্রধান একটি কাজ। জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করা দরকার ও অগ্রগতি সম্পর্কে জাতিকে অবহিত করা দরকার। বেশকিছু ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে—এটা মত প্রকাশের অধিকারের উপর আক্রমণ। মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতাকে বিতর্কিত করা, ধর্মীয় আবেগকে ব্যবহার করে গোষ্ঠীর স্বার্থে সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করে তোলা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বিতর্কিত ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান করার মাধ্যমেও গণ অভ্যুত্থানের চেতনা প্রশ্রয় দিতে চেষ্টা করা। এসব ব্যাপারে আরও গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ আমরা প্রত্যাশা করি।

আমরা আশা করি একটি সূষ্ঠ, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আপনারা কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। জনগণ চায় একটা গণতান্ত্রিক

ব্যবস্থা, যা নিশ্চিত করবে রাজনীতি, প্রশাসনসহ সর্বস্তরে জবাবদিহিতা।

জনগণের জীবন ও রক্তের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠা প্রত্যাশা পূরণ করতে আপনাদের উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি গণতান্ত্রিক দল ও ব্যক্তিদের মতামতের ভিত্তিতে জনগণের সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে আপনারা সচেষ্ট থাকবেন।

আপনাদের প্রতি পুনর্বার শুভেচ্ছা।

ধন্যবাদসহ—

১. মাসুদ রানা, সমন্বয়ক, বাম গণতান্ত্রিক জোট ও সমন্বয়ক, বাসদ (মার্কসবাদী)
২. মো. শাহ আলম, সভাপতি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি
৩. রুহিন হোসেন প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি
৪. রাজেকুজ্জামান রতন, সহ-সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ
৫. ইকবাল কবির জাহিদ, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ
৬. মোশররফা মিশু, সাধারণ সম্পাদক, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি
৭. আব্দুল আলী, নির্বাহী সভাপতি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি
৮. মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি
৯. খালেদুজ্জামান, উপদেষ্টা, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটি।

বৈষম্যহীন-গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম জোরদার করুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রণীত শিক্ষা সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার রুখে দাঁড়ানোর এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রচনার দিন। যা আজও শিক্ষা ও ছাত্র আন্দোলনে প্রেরণা জোগায়। ১৯৬২ সালে ছাত্রদের ডাকে সর্বাত্মক হরতালে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর সাথে শ্রমিক-কৃষকসহ সর্বস্তরের জনগণও অংশ নেয়। ছাত্র-জনতার সেই মিছিলে পুলিশের হামলা-গুলিতে মোস্তফা, বাবুল, ওয়াজিউল্লাহ, সুন্দর আলীসহ অনেকেই শহিদ হয়। ছাত্র-জনতার সম্মিলিত প্রতিরোধে আইয়ুব সামরিক জাতির সরকার শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়। সেই শিক্ষা আন্দোলনের পথ ধরেই পরবর্তীতে '৬৯ সালে গণ অভ্যুত্থানে আইয়ুব স্বৈরাচারের পতন ঘটে এবং বাংলাদেশের স্বাধীকারের সংগ্রামের পথ রচিত হয়।

নেতৃত্ব বহন, আজও গোটা দেশের মানুষ এক নতুন বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘ প্রায় ১৬ বছরের স্বৈরাচারী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জনগণের অব্যাহত প্রতিরোধ সংগ্রামের ফলাফলে ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টের ছাত্র-শ্রমিক জনতার

গণ-অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের পতন হয়েছে।

গত ৫৩ বছর ধরে যারা বাংলাদেশকে শাসন-শোষণ করছে, বিশেষত গত প্রায় ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদী শাসনকালে তারা এই শিক্ষা দিবসের সংগ্রামী চেতনাকে ভুলিয়ে দিতে চেয়েছিল। শিক্ষাকে ব্যয়বহুল বাজারি পণ্যে পরিণত করা হয়েছে। শিক্ষার বিষয়বস্তুতে সাম্প্রদায়িক ধ্যানধারণা যুক্ত করা হয়েছে। মননশীল লেখা বাদ দিয়েছে। শিক্ষার আর্থিক দায়িত্ব রাষ্ট্র পালন না করে বাণিজ্যিকীকরণ, বেসরকারিকরণের ধারা অব্যাহত রেখেছে। দেশে একটা গোষ্ঠী তৈরি হয়ে যারা শিক্ষা বাণিজ্যের ব্যবসায়ী। শিক্ষাঙ্গনে গণতান্ত্রিক পরিবেশের আকাঙ্ক্ষায় যে ছাত্ররা বুকে বুলেট আলিঙ্গন করেছিলো সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সন্ত্রাস, দখলদারিত্ব কায়ম করে কারাগারে পরিণত করা হয়েছে। ভিন্ন মত, ভিন্ন চিন্তার উপর দমন-পীড়ন নিত্য ঘটনায় পরিণত করা হয়েছিল। গণরুম, গেস্টরুমে ছাত্র নির্ধাতনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়েছিল। এর ফলে সৃষ্ট ক্ষোভের বিস্ফোরণ আমরা দেখি এই জুলাই '২৪ অভ্যুত্থানে। ছাত্রদের আকাঙ্ক্ষা

একটি বৈষম্যহীন-গণতান্ত্রিক একই পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা যার ভিত্তি হবে সর্বজনীনতা, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সেকুলার চিন্তা। বৈষম্যের বিরুদ্ধে যে লড়াই এদেশের ছাত্র সমাজ শুরু করেছিলো গোটা শিক্ষাব্যবস্থা জুড়ে এখনও যে বৈষম্য বিরাজ করছে তাকে উচ্ছেদ করতে ছাত্রসমাজের সংগ্রাম জারি থাকাবে এটাই হোক এবারের শিক্ষা দিবসের অঙ্গীকার। শিক্ষা দিবসের চেতনা আমাদের সে লড়াইকে বেগবান করতে প্রেরণা জোগাবে প্রত্যাশা করি।

নেতৃত্ব বহন, গত জুলাই-আগস্টে ছাত্রজনতা যে বৈষম্যহীন-গণতান্ত্রিক সমাজের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণা করে বন্দুকের নলের সমানে দাঁড়িয়ে বুক পেতে বুলেট বরণ করে নিলো, সে আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন চাই আমরা। বিগত শাসকদের মতো যদি আবারও কোনো শাসক বৈষম্য-অগণতান্ত্রিক নীতি এখানে প্রণয়ন করে ছাত্রসমাজ তাও রুখে দিবে। দীর্ঘ দিনের লড়াই-সংগ্রামে তৈরি হওয়া গণমানুষের আকাঙ্ক্ষা সর্বজনীন, বিজ্ঞানভিত্তিক, সেকুলার, বৈষম্যহীন, একইপদ্ধতির গণতান্ত্রিক শিক্ষার দাবি বাস্তবায়নের উদ্যোগ সরকারকে নিতে হবে। ছাত্রদের রাজনীতি করা, মতামত প্রকাশের অধিকার ও

সংগঠিত হওয়ার অধিকারকে খর্ব করার যে কোন পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান নেতৃত্ব। একই সাথে আবাসিক হল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেন কোনভাবেই অতীতের ন্যায় সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্যে পরিণত না হয় তার জন্য প্রশাসনকে যথাযথ ভূমিকা নেয়ার আহ্বান জানিয়ে ডাকসুসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবিলম্বে ছাত্র সংসদ নির্বাচন দেয়ার দাবিও জানান নেতৃত্ব।

নেতৃত্ব বহন, সমাজে বৈষম্যের মূলে রয়েছে বিদ্যমান পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা। শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যে মানুষের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার প্রদানও সম্ভব নয় তা বারবারই প্রমাণিত হয়েছে। তাই আজ শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের আন্দোলন এবং সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন এক ও অভিন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই ঐতিহাসিক দায় বরাবরের মতোই লড়াইয়ের অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী ছাত্রসমাজের উপর বর্তেছে। মহান শিক্ষা দিবসের চেতনায় আগামীর লড়াইয়ে ছাত্র জনতাকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান নেতৃত্ব।

প্রসঙ্গ : সংবিধান বিতর্ক

শেষ পৃষ্ঠার পর

রাজার প্রশংসা কর আর রাজার কাছে সমর্পিত হও। এভাবে রাজতন্ত্রে ব্যক্তির স্বৈচ্ছাচার চলেছে বহুদিন। কিন্তু মানুষের চিন্তাকে তো রুদ্ধ করে রাখা যায় না। ফলে প্রতিবাদ হয়েছে, বিদ্রোহ করেছে আর বহু যুগ অত্যাচার সহ্য করে একসময় রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করেছে। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার স্লোগান তুলে ব্যক্তির শাসনের পরিবর্তে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কথা বলেছে। আইনের চোখে সকলেই সমান এই কথা বলে বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে।

রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে জনগণের ইচ্ছায় রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর আধুনিক রাষ্ট্রের সাথে জনগণের চুক্তিকে বলা হয় সংবিধান। যে কারণে বলা হয়ে থাকে সংবিধান হলো সামাজিক চুক্তি। জনগণ রাষ্ট্র নির্মাণ করে সেই রাষ্ট্রের সাথেই আবার চুক্তিতে আবদ্ধ হয় সংবিধান দ্বারা। সংবিধানে থাকে অধিকারের স্বীকৃতি আর আইন দেয় তার সুরক্ষা। কিন্তু সমাজ তো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না, ক্রমাগত সামনে এগিয়ে চলে। সংবিধান বা আইন যদি স্থবির হয়ে যায় তাহলে তো ব্যবধান এবং বিরোধ তৈরি হবেই। ফলে একদিনের তৈরি সংবিধান চিরকাল অধিকারের সুরক্ষা দেবে তা আশা করা যুক্তি সঙ্গত নয়। তাই সংবিধান বিশ্বাস নির্ভর নয়, প্রয়োজন নির্ভর। এখানেই প্রশ্ন আসে কার প্রয়োজন? শাসকের প্রয়োজনে হলে শাসিতের অধিকার সংকুচিত হবেই। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে হলে সেখানে শোষণ করার অধিকার সংকুচিত হবে। যে কারণে আইনের চোখে সবাই সমান বললেও কোন বুর্জোয়া রাষ্ট্রেই তা বাস্তবায়ন করা যায়নি। কিন্তু মানুষের মনে সাম্যের যা আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে তার ফলে বৈষম্যের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদী হবে এটাই স্বাভাবিক।

এই সাম্যের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে। পাকিস্তানি ২২ পরিবারের শোষণের বিরুদ্ধে শোষণ মুক্তির লক্ষ্যে সমাজতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা, সামরিক স্বৈরশাসনের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষা, ধর্ম ভিত্তিক রাষ্ট্রের বিপরীতে অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের প্রত্যাশা আর সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলের বিপরীতে স্বাধীন জাতীয় বিকাশের জাতীয়তাবাদী বলিষ্ঠতা মিলে তৈরি হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। যে কারণে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল, আমরা ‘বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র রূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম।’ ফলে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নে এই আকাঙ্ক্ষা এবং ঘোষণার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় বুর্জোয়া শ্রেণি অধিষ্ঠিত হয়েছিল বিধায় আপেক্ষিক অর্থে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছিল এই সংবিধানে। ’৭২ এর সংবিধান মূলত, একটি বুর্জোয়া সংবিধান।

ফলে জনগণের গণতন্ত্রের দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে ’৭২ এর সংবিধানে বেশ কিছু দুর্বলতা রয়ে গেছে। যেমন, বাংলাদেশের সমস্ত জাতি -গোষ্ঠী সংবিধানে স্বীকৃতি পায়নি, নারী পুরুষের সমতার কথা বলা হলেও উত্তরাধিকার সূত্রে

প্রাপ্ত সম্পত্তিতে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা হয়নি, মৌলিক অধিকারকে আইন দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়নি। এছাড়াও রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য, ৭০ অনুচ্ছেদ নিয়েও বিতর্ক ছিল এবং আছে। একটা কথা উল্লেখ্য যে, ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর ভারতে সংবিধান প্রবর্তিত হয়েছিল ১৯৫২ সালে আর পাকিস্তানে সংবিধান প্রবর্তিত হয়েছিল ১৯৫৬ সালে। বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর সংবিধান পাশ হয় এবং ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর অর্থাৎ স্বাধীনতার এক বছরের মাথায় সংবিধান কার্যকর হয়।

বুর্জোয়া সংবিধান হলেও যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছিল তাই জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের কিছু স্বীকৃতি সংবিধানে ছিল। যে কারণেই যতই বুর্জোয়া শাসন সংহত হয়েছে সংবিধানের সংশোধনীর মাধ্যমে ততই সংবিধান স্বীকৃত অধিকার সংকুচিত হয়েছে। এ পর্যন্ত সংবিধানের ১৭টি সংশোধনী করা হয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বেশিরভাগ সংশোধনীগুলো গণতান্ত্রিক অধিকার সম্প্রসারিত করার জন্য নয় বরং শাসক গোষ্ঠীর স্বার্থ সংহত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। এক নজরে দেখা যাক এ পর্যন্ত করা সংবিধানের সংশোধনীসমূহ।

সংবিধানের প্রথম সংশোধনী করা হয় ১৯৭৩ সালে ১৫ জুলাই। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যাজনিত অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধে লিপ্ত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের বিচারের জন্য সংবিধানে এই সংশোধনী আনা হয়।

১৯৭৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধান এবং সংবিধানের ২৬ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে মৌলিক অধিকার পরিপন্থি নিবর্তনমূলক আটক সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। যার পথ ধরে পরবর্তীতে সমস্ত কালাকানুন প্রবর্তন করা হয়েছে।

সংবিধানের তৃতীয় সংশোধনী আনা হয়েছিল ২৮ নভেম্বর ১৯৭৪ সালে। এই সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ২(ক) উপ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে বাংলাদেশ-ভারত সীমানা চুক্তি কার্যকর করা হয়। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার, ক্ষমতাহীন জাতীয় সংসদ, আজাবাহী মন্ত্রীपरिষদ আর একদলীয় শাসন ব্যবস্থা যেমন প্রবর্তন হয় পাশাপাশি বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব করা হয় এই সংশোধনীর মাধ্যমে। এর পর ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল পঞ্চম সংশোধনীতে সামরিক শাসনামলের সকল কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দেয়া এবং রাষ্ট্রীয় মূলনীতির পরিবর্তন করা হয়। সংবিধানের শুরুতে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম স্থাপন করে মানুষের ধর্মীয় আবেগকে ব্যবহার করা হয়েছে।

১৯৮১ সালের ৮ জুলাই ষষ্ঠ সংশোধনী পাশ করা হয়। এর মাধ্যমে বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের উপ-রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থেকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের বিধান নিশ্চিত করা হয়। ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর সংবিধানের সপ্তম সংশোধনীতে সামরিক শাসনকে বৈধতা দেয়া হয়। ৯ জুলাই ১৯৮৮ সালে অষ্টম সংশোধনীতে সংবিধান সংশোধন করে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম

ঘোষণা ও হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়। সংবিধানের ৯ম সংশোধনীতে একই সাথে রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিধান সন্নিবেশিত করা হয়। দশম সংশোধনীর মাধ্যমে নারীদের সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় ২৩ জুন ১৯৯০ সালে। একাদশ সংশোধনী করা হয় উপ-রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতির নিয়োগ এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির পদে দায়িত্বপালন সত্ত্বেও পুনরায় প্রধান বিচারপতি পদে প্রত্যাবর্তন বৈধ এই বিধান যুক্ত করার জন্য। ১০ আগস্ট ১৯৯১ এই সংশোধনী পাশ করা হয়।

১৯৯১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ আবার সংসদীয় রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন করে।

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে গড়ে উঠা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ১৯৯৬ সালের ১৮ মার্চ সংবিধানের ১৩তম সংশোধনী করা হয়। এর ফলে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের বিধান চালু হয়।

সংবিধানের ১৪তম সংশোধনী আনা হয় ২০০৪ সালের ৩০ জুন। এই সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদে নারী সদস্যদের সংরক্ষিত আসন ৪৫ জনে উন্নীত করা হয়। বিচারপতিদের অবসরের সময়সীমা এই সংশোধনের মাধ্যমেই বর্ধিত করে ৬৭ করা হয়েছিল।

সংবিধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন করা হয় পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে। ২০১১ সালের ৩০ জুন এই সংশোধনীতে, নারী সংসদ সদস্যের সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ৫০ জনে উন্নীত করা, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান বিলুপ্ত করা এবং ৭ক অনুচ্ছেদ স্থাপনের মাধ্যমে সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ ইত্যাদিকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। সংবিধানের প্রায় এক তৃতীয়াংশ অনুচ্ছেদ অপরিবর্তনীয় বলে ঘোষণা করা হয়। যার ফলে এই সংবিধান ক্ষমতাসীনদের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার এক শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হয়।

সংবিধানের ১৬তম সংশোধনী করা হয় ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সালে। এই সংশোধনীতে সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ধারা বাতিল করা হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদের হাতে অর্পণ করা হয়। সপ্তদশ সংশোধনী করা হয় ২৯ জুলাই ২০১৮ সালে। এর মাধ্যমে নারী সংসদ সদস্যদের সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ ২৫ বছর পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। এই ১৭টি সংশোধনীর উদ্দেশ্য বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, সংবিধান সংশোধন হলে যে গণতান্ত্রিক অধিকারের সম্প্রসারণ ও সুরক্ষা হবে তা সবসময় বলা যায় না। বরং শাসক গোষ্ঠীর ইচ্ছা এবং স্বার্থে সংবিধান সংশোধিত হতে হতে তার গণতান্ত্রিক চরিত্রটাই হারিয়ে ফেলেছে। সংবিধান যেন হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্ষমতাসীনদের ইচ্ছাপূরণের হাতিয়ার।

সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে যেহেতু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের ব্যবস্থা বাতিল করা হয়েছে ফলে জনগণ দেখেছে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা পরিবর্তনের কোন সুযোগ নেই। ক্ষমতায় থেকে যেকোনভাবে নির্বাচন করিয়ে নেয়া যায়, বৈধতার প্রলপ দেয়া যায় এই সুযোগ আওয়ামী লীগকে দুর্বিনীত ও

দুর্নীতিবাজে পরিণত করেছিল। ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালের নির্বাচনের পর এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, হয় আওয়ামী লীগকে চিরস্থায়ীভাবে ক্ষমতায় রাখতে হবে অথবা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে। কবে হবে তা নির্দিষ্ট না থাকলেও গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শেখ হাসিনার পদত্যাগ এবং দেশত্যাগের কোন বিকল্প ছিল না। অভ্যুত্থান পরবর্তী অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জনগণের আকাঙ্ক্ষার ফলশ্রুতিতে ক্ষমতায় এলেও তার তো সাংবিধানিক বৈধতা নেই। ফলে এখন সংবিধান সংশোধনের কোন বিকল্প নেই। প্রশ্ন হচ্ছে সংবিধান কী উদ্দেশ্যে সংশোধন হবে? সংশোধনের মাধ্যমে গণ অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা স্বীকৃতি পাবে কি না? অতীতে জন আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে শাসকদের পথ চলার কথা মানুষ ভুলে যায়নি।

শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক এবং মর্যাদা নিয়ে বাঁচার আকাঙ্ক্ষায় মানুষ মুক্তিযুদ্ধ করেছিল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করেই শাসকগোষ্ঠী গত ৫২ বছর দেশ পরিচালনা করেছে। এবং আওয়ামী লীগই সবচেয়ে বেশি সংবিধান লংঘন করেছে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ব্যবসা করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নস্যাত্ন করেছে। ফলে মানুষ দেখেছে দুর্নীতি, দুঃশাসন, দমন-পীড়ন, নির্বাচনকে বাণিজ্যে পরিণত করে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও চরিত্রকে ধ্বংস করাই যেন শাসকদের কাজ। সম্পদহীন মানুষের শ্রম নিংড়ে একদল মানুষ সম্পদের পাহাড় গড়েছে, সম্পদ পাচার করেছে। সংবিধানের ২০তম অনুচ্ছেদে বর্ণিত, ‘রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না।’ এই নীতিকে পরিহাসে পরিণত করেছে শাসকেরা। ক্ষমতাসীন দল, ব্যবসায়ী, প্রশাসন, পুলিশ মিলে জনগণকে নিংড়ে নিয়ে দেশটাকে টাকা বানানোর মেশিন হিসেবে ব্যবহার করেছে।

একটা বিষয় স্পষ্ট যে, বাংলাদেশকে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে ’৭১ এর মূল চেতনাকে সমুল্লত রেখে, ’৯০ এর গণ অভ্যুত্থানের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে এবং ২০২৪ এর ছাত্র-শ্রমিক, জনতার বিপুল আত্মত্যাগে গড়ে উঠা গণ অভ্যুত্থানের চেতনাকে ধারণ করেই বাংলাদেশকে এগোতে হবে। সেই লক্ষ্যে মৌল কাঠামো অক্ষুণ্ন রেখে সংবিধানের গণতান্ত্রিক সংশোধনী প্রয়োজন। একটি সূষ্ঠ অবাধ গ্রহণযোগ্য নির্বাচন মানুষের আকাঙ্ক্ষা। সেই নির্বাচন সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সংবিধানের যতটুকু সংশোধন করা প্রয়োজন তা করতে হবে। নতুন সংবিধান বা সংবিধান পুনর্লিখনের নামে নতুন বিতর্ক তুলে শুধু সময়ক্ষেপণ করা হবে মাত্র। দেখতে হবে এটা করতে গিয়ে অপ্রয়োজনীয় বিতর্কে গণঅভ্যুত্থানের ফসল যেন বেহাত হয়ে না যায়। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা, সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের সংশোধন করা এই সময়ে প্রধান কাজ। কোন সংবিধানই চূড়ান্ত এবং চিরস্থায়ী নয়। পরিবর্তন হবেই কিন্তু প্রতিটি পরিবর্তন যেন সংবিধানকে উন্নত ও গণতান্ত্রিক করে এটাই গণমানুষের প্রত্যাশা।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে কার্যকর

ব্যবস্থা গ্রহণ করাসহ

৭ দফা দাবিতে সিটি

কর্পোরেশনে স্মারকলিপি

প্রদান

ডেঙ্গু প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, বিনামূল্যে পরীক্ষা, চিকিৎসা ও নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণসহ ৭ দফা দাবিতে বাসদ ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে ১৯ সেপ্টেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। বাসদ ঢাকা মহানগর শাখার ইনচার্জ কমরেড নিখিল দাসের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ঢাকা মহানগর নেতা খালেকুজ্জামান

লিপন, জাকির হোসেন, অ্যাড. জহিরুল ইসলাম মোল্লা, নাসির উদ্দিন প্রিন্স, রুখশানা আফরোজ আশা।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, দুর্নীতিবাজ মেয়র ও কাউন্সিলরদের মশক নিধনে ছিটানো ওষুধের কার্যকরিতা এবং মান প্রশ্রবদ্ধ। মশক ও ডেঙ্গু প্রতিরোধে ইতিপূর্বে নেয়া সিটি করপোরেশনের নানা বিতর্কিত কর্মকাণ্ড, দুর্নীতি, চুরি ও জালিয়াতির সুষ্ঠু তদন্ত এবং বিচারও দাবি করেন নেতৃবৃন্দ।



প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ দেশপ্রেম ও জাতীয় সম্পদ রক্ষার রাজনীতি করতেন

তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ দেশপ্রেম ও জাতীয় সম্পদ রক্ষার রাজনীতি করতেন। তাঁর কাছে জীবিকার চেয়ে মানুষের জীবন অনেক বড় ছিল। তিনি নিজেকে অন্যদের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন।

প্রয়াত প্রকৌশলী শহীদুল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আয়োজিত নাগরিক স্মরণসভায় আলোচকরা এ কথা বলেন। ৩ সেপ্টেম্বর ঢাকায় রমনার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে-এ সভার আয়োজন করে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি।

শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ গত ৯ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি দীর্ঘদিন বার্ষিক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। স্মরণসভার আগে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের সামনে রাখা শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বাসদসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মানুষ।

স্মরণসভার শুরুতে তার জীবন সংগ্রামের উপর নির্মিত সংক্ষিপ্ত ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।

তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সাবেক সদস্যসচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক আকমল হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এম এম আকাশ, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, কনজুমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সহসভাপতি



অধ্যাপক এম শামসুল আলম, স্থপতি ইকবাল হাবিব, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সম্পাদক ফয়জুল হাকিম লাল্লা, বাংলাদেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের সমন্বয়ক শুভ্রাণু চক্রবর্তী, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশেরফা মিশু, বাসদ (মার্কসবাদী) সমন্বয়ক মাসুদ রানা, বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ইকবাল কবির জাহিদ, জাতীয় গণফ্রন্টের সমন্বয়ক টিপু বিশ্বাস, সাংবাদিক শুভ কিবরিয়া, প্রকৌশলী শহীদুল্লাহর সন্তান শাহিক মাহমুদ। সভাটি সম্বলনা করেন বাংলাদেশ যুব ইউনিয়নের সভাপতি খান আসাদুজ্জামান মাসুম।

স্মরণসভায় অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, অসাধারণ মানুষদের সম্মুখে বলা হয়, তাঁদের জন্যই সত্য, মৃত্যু সত্য নয়। অনেক সময় জীবিকা জীবনের চেয়েও বড় হয়ে যায়। প্রকৌ. শহীদুল্লাহর কাছে জীবিকার চেয়ে জীবন অনেক বড় ছিল। তাঁর জীবন ছিল দেশের সম্পদ রক্ষার

ও দেশপ্রেমের রাজনীতি। তিনি তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষার আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন ওই রাজনীতির কারণে।

কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন, দেশের জনগণকে বঞ্চিত করে, অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং জাতীয় স্বার্থ বিপন্ন করে বাংলাদেশের তেল ও গ্যাস সম্পদ লুণ্ঠন ও পাচারের নানা গোপন চুক্তি ও কার্যক্রম গোচরে আসার পর, ১১ দলের একটি বৈঠক থেকে বাংলাদেশের সমাজ্যবাদ বিরোধী বিভিন্ন প্রগতিশীল দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল ও বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দকে যুক্ত করে 'জাতীয় স্বার্থে তেল-গ্যাস রক্ষা জাতীয় কমিটি' গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯৯৮ সালের ১৮ আগস্ট কনভেনশনের মাধ্যমে 'জাতীয় স্বার্থে তেল-গ্যাস রক্ষা জাতীয় কমিটি' গঠিত হয়। পরবর্তীকালে আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দল এতে যুক্ত হয়। বিদ্যুৎ ও বন্দর খাতে সমাজ্যবাদী আগ্রাসন বেড়ে যাওয়ায় এগুলোকে এই মঞ্চের কাজের আওতাভুক্ত করবার জন্য ২০০২ সালে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'তেল-গ্যাস সম্পদ ও

বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি'। গোপনে প্রণীত ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্পের ভয়াবহতা সম্পর্কে অবগত হবার পর এবং কয়লা সম্পদ নিয়ে নানা ষড়যন্ত্রের মুখে খনিজ সম্পদ অন্তর্ভুক্ত করে নাম হয় : 'তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি'। প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন প্রতিষ্ঠাকালীন আহ্বায়ক। আমৃত্যু তিনি নিষ্ঠার সাথে এই দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন।

তিনি ছিলেন সময় সচেতন। নির্ধারিত সময় কর্মসূচি শুরু করতে না পারা তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, বুর্জোয়া দেশের সম্পদ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে তুলে দেয় আর বামপন্থিরা তা রক্ষার সংগ্রাম করে। বিএনপির ১৯৯১-৯৬ শাসনামলে বাংলাদেশের স্থলভাগকে ২৩টি ব্লকে ভাগ করে ৬টি তুলে দেয় বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর হাতে এবং আরও ২টি ব্লকের অনুস্বাক্ষর করে। তখন থেকেই বাম প্রগতিশীল শক্তিগুলো এর প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে। '৯৭ সালে এগুলো চূড়ান্ত করা হয় এবং আরও ৪টি বিদেশিদের হাতে তুলে দেয়। এসব পিএসসি (প্রেক্ষাক্ষণ শেয়ারিং কন্ট্রোল) ছিল জাতীয় স্বার্থ বিরোধী। কারণ এর ফলে আমরা পাব ২১ ভাগ আর বিদেশিরা পাবে ৭৯ ভাগ।

ওই সময় বাসদসহ অপরাপর বামশক্তির জোট ছিল বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট। বাম ফ্রন্টের উদ্যোগে ২৯ মার্চ '৯৮ ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে 'বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ (জ্বালানি) আহরণ : বিদেশি বিনিয়োগ ও জাতীয় স্বার্থ' শিরোনামে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। মূলত, ওই সেমিনার থেকেই জাতীয় কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

কমরেড ফিরোজ বলেন, ১৯৯৮ সালে খবর প্রকাশ হয়, চট্টগ্রাম বন্দরের উজানে কর্ণফুলি এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

জুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ডের বিচার ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ কর ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙন রোধে ব্যবস্থা নাও



রৌমারী উপজেলায় বাসদ-এর মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে জুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ডের বিচার, সিভিকিট ভেঙে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি, পাচারের টাকা উদ্ধার, সংস্থানুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন ও ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙন রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের দাবিতে বাসদ রৌমারী উপজেলা শাখার উদ্যোগে ১২ সেপ্টেম্বর মিছিল শেষে রৌমারী উপজেলা গেট চত্বরে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা বাসদ নেতা শফিকুর রহমান শফির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত

সমাবেশে বক্তব্য দেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড আব্দুল কুদ্দুস, রৌমারী উপজেলা বাসদের সদস্যসচিব আব্দুল খালেক ও ময়নুল হোসেন প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, মানুষ দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে আন্দোলন-সংগ্রাম করে হাজারো মানুষের জীবনের বিনিময়ে ছাত্র-শ্রমিক-জনতার অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ফ্যাসিস্ট আগওয়ামী সরকারের পতন ঘটিয়েছে। মানুষের বিশাল স্বপ্ন। ফলে অন্তর্বর্তী সরকার জনগণের স্বপ্নপূরণ করে বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথ সৃষ্টি করে মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে কার্যকর ভূমিকা রাখবে সে প্রত্যাশা সকলের।

চা-শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৫০০ টাকা কর



চা-শ্রমিকদের দৈনিক নগদ মজুরি ৮.৫০ টাকা বৃদ্ধি করে ১৭৮.৫০ টাকা নির্ধারণের নামে তামাশা বন্ধ করা, দৈনিক নগদ মজুরি ৫০০ টাকা নির্ধারণ, রেশন-আবাসন, শিক্ষা-স্বাস্থ্যসেবাসহ আনুষঙ্গিক সুবিধা যৌক্তিক হারে বৃদ্ধি করা, বন্ধ ও রপ্তা চা বাগানের লিজ বাতিল করে রাষ্ট্রীয়ভাবে বাগান পরিচালনা করে চা-শ্রমিকদের জীবন জীবিকা রক্ষা করা, মালিকপক্ষের দালাল নেতৃত্ব অপসারণ করে আপসহীন বিপ্লবী ধারার শ্রমিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ভূমি অধিকারসহ ৭ দফা দাবিতে শ্রীমঙ্গল শহরের চৌমুহনা চত্বরে ১৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে সমাবেশ এবং বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয়

সভাপতি বিপ্লব মাদ্রাজি পাশীর সভাপতিত্বে এবং সাংগঠনিক সম্পাদক কিরণ গুরু বৈদ্যের সম্বলনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ মৌলভীবাজার জেলা সমন্বয়ক ও চা-শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা অ্যাড. মঈনুর রহমান মগনু, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অ্যাড. আবুল হাসান, চা-শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক দীপংকর ঘোষ, শ্রমিকনেতা প্রেম কুমার পাল, ময়না রাজভর, ছাত্র ফ্রন্ট মৌলভীবাজার জেলার সাধারণ সম্পাদক রাজিব সূত্রধর, শ্রমিকনেতা দ্বীপচান তেলি, আবুল কালাম আজাদ, লালন রাজভর, উজ্জ্বল কৈরি, ইমরান নাজির প্রমুখ।

প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ দেশপ্রেমের রাজনীতি করতেন

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

নদীর মোহনায় এসএসএ নামের একটি ভূয়া মার্কিন কোম্পানিকে ২১১ একর জমি ১৯৮ বছরের জন্য ইজারা দেওয়া হবে। তারা সেখানে কন্টেইনার পোর্ট নির্মাণ করবে। তখন এর বিরুদ্ধে দেশের দেশপ্রেমিক বামপন্থি শক্তি সোচ্চার হয় এবং আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তোলে। শেষ পর্যন্ত সরকার সে পরিকল্পনা থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়। অথচ বিগত শেখ হাসিনার সরকার পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল (পিসিটি) ও কর্ণফুলী ড্রাই ডক লিমিটেড নামে দুটি বেসরকারি টার্মিনাল নির্মাণের অনুমতি দিয়েছে যা বিদেশি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করবে দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে। দেশের প্রকৃতিক সম্পদ রক্ষায়, প্রাণ-প্রকৃতি রক্ষায়, লুটেরাদের হাত থেকে জাতীয় সম্পদ রক্ষায় জাতীয় কমিটি প্রকৌশলীর শহীদুল্লাহ নেতৃত্বে সংগ্রামের এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে।

অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, প্রকৌশলী শহীদুল্লাহর জীবনটা একটা অসাধারণ সংগ্রামের কাহিনি। তিনি বামপন্থি রাজনীতির সাথে ধারাবাহিকভাবে যুক্ত ছিলেন। প্রকৌশলী হিসেবেও তার সুনাম ছিল। জনগণের জন্য যে কাজে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছে—দেশের

সম্পদ রক্ষার সে কাজের সূত্রেই তার সাথে আমাদের পরিচয়। বামপন্থি রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, পাঠচক্র-খুব কম পাওয়া যাবে যারা শহীদুল্লাহর সহযোগিতা চেয়ে পাননি। তিনি নিজের জীবনকে অন্যের জীবনের অংশ করে ফেলতেন। আমরা যখন জানতে পারি মার্কিন কোম্পানির সাথে মাগুরছড়ার গ্যাস উত্তোলনের চুক্তি হয় এবং বাংলাদেশ থেকে মার্কিন কোম্পানি ভারতে গ্যাস রপ্তানি করার পরিকল্পনা করছে, তখন আমরা তা রক্ষার আন্দোলন শুরু করি। বয়স তাঁর কাছে কোনো ব্যাপার ছিল না, তিনি বয়সে এবং সংগ্রামে ছিলেন তরুণ।

তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষার আন্দোলন পরিচালনায় শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ অক্লান্ত উৎসাহদাতা ছিলেন বলে উল্লেখ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এম এম আকাশ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক আকমল হোসেন বলেন, শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ আন্দোলনের সময় সবসময় আপসের বিরুদ্ধে ছিলেন।

শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্য : ছাত্র সমাজের করণীয় বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত

বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ, নওগাঁ জেলা শাখার উদ্যোগে ৬ সেপ্টেম্বর ‘শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্য : ছাত্র সমাজের করণীয়’-শীর্ষক সেমিনার প্যারীমোহন সাধারণ গ্রন্থাগারে হয় অনুষ্ঠিত।

সেমিনারে আলোচনা করেন বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চের কেন্দ্রীয় সংগঠক জনার্দন দত্ত নাট্ট, নওগাঁ জেলার উপদেষ্টা জয়নাল আবেদীন মুকুল।

সংগঠনের নওগাঁ জেলার সংগঠক মোর্শেদ শোয়েবের সভাপতিত্বে সেমিনার সঞ্চালনা করেন জবা চৌহান।

জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে শুরুতে সমন্বরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন হয়, অনুষ্ঠানের শেষে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।



আটককৃত ইজিবাইক গাড়ি উদ্ধার

চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম নগরীর বিভিন্ন এলাকায় ৮ সেপ্টেম্বর বিশেষ অভিযানে চালিয়ে ট্রাফিক বিভাগ বিভিন্ন এলাকা থেকে বেশ কিছু ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ইজিবাইক আটক করে। সংগ্রাম পরিষদের জেলা নেতৃবৃন্দ ট্রাফিক বিভাগের সাথে আলোচনা করে

জব্দকৃত গাড়ি উদ্ধার করেন। এছাড়াও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতে ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ইজিবাইক চালকদের হয়রানি না করার ও স্বাভাবিকভাবে গাড়ি চালাচলের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। একইসাথে নগরীতে ট্রাফিক আইন মেনে চলার জন্য নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।



মানসম্পন্ন মজুরি, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা দাবি



বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন

বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের ৭৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ কমিটি ৩ অক্টোবর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক সমাবেশের আয়োজন করে। ডব্লিউএফটিইউ বাংলাদেশ কমিটির সমন্বয়ক রাজেকুজ্জামান রতনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন শ্রমিকনেতা মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ, মাহবুব আলম, সাইফুজ্জামান বাদশা, কামরুল আহসান, নোমানুজ্জামান আল আজাদ প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শোষণে বিশ্বব্যাপী শ্রমিকরা শোষিত এবং নিপীড়িত। শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের কোন বিকল্প নেই। বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন তাই মর্যাদাপূর্ণ কাজ ও বাঁচার পরিবেশ তৈরির লড়াইয়ে বিশ্বের সকল শ্রমিকের প্রতি আহবান জানিয়েছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, জীবন মান বৃদ্ধির ব্যবস্থা না নিয়ে শুধুমাত্র কিছু মজুরি বাড়িয়ে সমস্যার সমাধান হবে না। তাই যৌক্তিক মজুরি বৃদ্ধি, স্বাধীন কাজ ও শ্রম অধিকার, কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা, সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা, মানসম্পন্ন কাজ ও

বাঁচার পরিবেশ নিশ্চিত করা এই সময়ের প্রধান দাবি।

নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক অসন্তোষ দূর করতে শ্রমিকদের সাথে আলোচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন। শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি ও পাওনা নিয়ে টালবাহানা করা মালিকদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ, ঝুট-টিফিন ও অন্যান্য ব্যবসা নিয়ে শিল্পাঞ্চল অশান্ত করার জন্য দায়ীদের শাস্তিসহ শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবি মেনে নেয়ার আহবান জানান।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ছাত্র-শ্রমিক জনতার গণ অভ্যুত্থানে প্রধান দাবি ছিল বৈষম্যের অবসান। এই আন্দোলনে শত শত শ্রমিক জীবন দিয়েছে, আহত হয়েছে হাজারো শ্রমিক। বৈষম্য ও দমনপীড়নের শিকার শ্রমজীবী মানুষ মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় রাজপথে নেমে এসেছিল। নেতৃবৃন্দ বলেন, মজুরি বৈষম্য বজায় রেখে ও শ্রমিকদেরকে অধিকার বঞ্চিত রেখে সমাজ থেকে বৈষম্য দূর করা যাবে না। নেতৃবৃন্দ ন্যায় মজুরি, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তাসহ শ্রমিকদের উত্থাপিত ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলো মেনে নেয়ার আহবান জানান।

সমাবেশ থেকে সারা পৃথিবীর লড়াকু শ্রমিকদের আন্দোলন ও দাবির প্রতি সংহতি জানানো হয়।

মুক্তিযুদ্ধ-সংবিধান, জাতীয় সংগীত, শহিদের সংখ্যা ও জাতীয় পতাকার উপর আঘাত ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ৫ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে দেওয়া এক বিবৃতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ, সংবিধান, জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকা, মুক্তিযুদ্ধে শহিদের সংখ্যা ইত্যাদি সেটেলড বিষয়কে আনসেটেলড করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে স্বাধীনতা বিরোধী একদল মানুষ যারা মুক্তিযুদ্ধকে কখনোই মেনে নিতে পারেনি।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, স্বাধীনতাত্ত্বের ৫২ বছরে শাসকশ্রেণি সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার এবং রাষ্ট্রীয় ৪ মূলনীতি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ এই মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনার বিপরীতে দেশ পরিচালনা করে বিশেষ করে গত ১৫ বছরে আওয়ামী ফ্যাসিবাদী সরকার চরম দৃষ্টান্ত জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল। দেশ ও জনগণের স্বার্থে নয় শাসকরা নিজেদের ক্ষমতার স্বার্থে সংবিধানকে ১৭ বার সংশোধন করে এর চেহারা বদলে দিয়েছে। জনগণ সকল ক্ষমতার মালিক, সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকার পরিপন্থি কোন আইন রাষ্ট্র সরকার প্রণয়ন করতে পারবে না এটাকে দ্বিতীয় সংশোধনীর মতো চরম অগণতান্ত্রিক সংশোধনী অর্থাৎ সংসদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিতে যে কোন আইন প্রণয়ন করতে পারবে এটা এনে জনগণের সার্বভৌমত্বের জায়গায় সাংসদদের সার্বভৌমত্ব কায়ম করে কালাকানুন জারির সিংহদ্বার খুলে দিয়েছে। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ যা সাংসদদের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খর্ব করেছে এই ধরনের

অগণতান্ত্রিক ধারা ও সংশোধনী বাতিলের দাবি আমাদের দল বাসদসহ বামপন্থিরা দীর্ঘদিন ধরেই করে আসছি।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, বিভিন্ন জাতিসত্তা তথা আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারী-পুরুষের সমানাধিকার, ২৬ অনুচ্ছেদ থেকে শুরু হওয়া মৌলিক অধিকারসমূহ আইনের মাধ্যমে কার্যকর করার বিষয়টি নিশ্চিতসহ নির্বাহী, বিচার, আইন বিভাগ তথা ক্ষমতা কাঠামোর পৃথকীকরণ (Separation of power) তথা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠাসহ '৭২-এর সংবিধানের অসম্পূর্ণতা দূর করে সংবিধানের মৌল কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখে যুগোপযোগী করার দাবি করেছে। কিন্তু যারা মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না তারা '২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থানের বৈষম্য বিলোপ ও ফ্যাসিবাদ পুনরুত্থান রোধ করার চেতনা ও আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ করতে মুক্তিযুদ্ধ, সংবিধান এমনকি জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তনের যে আওয়াজ দিচ্ছে তা দেশের জন্য অশনি সংকেত।

বিবৃতিতে তিনি মুক্তিযুদ্ধ, সংবিধান, জাতীয় সঙ্গীতের উপর যে কোন আঘাত, গণঅভ্যুত্থান '২৪ এর চেতনা এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনায় বিশ্বাসী গণতন্ত্রপ্রিয় ছাত্র-জনতাকে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মূল চেতনা হলো সমাজের সকল বৈষম্য বিলোপ এবং ফ্যাসিবাদী শাসনের ভিত্তি উপরে ফেলা। তিনি অভ্যুত্থানের মূল চেতনাকে ব্যর্থ করার যে কোন অপতৎপরতা রুখে দাঁড়ানোরও আহ্বান জানান।

বিভিন্ন জেলায় বন্যার্তদের মাঝে বাসদ ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের ত্রাণ বিতরণ



সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে লক্ষ্মীপুর জেলায় ত্রাণ বিতরণ



সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে খাগড়াছড়ি জেলায় ত্রাণ সহযোগিতা



ফেনীর দাগনভূঁয়ায় বাসদের ত্রাণ বিতরণ



সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে খাগড়াছড়ি জেলায় ত্রাণ সহযোগিতা



নোয়াখালীতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার ত্রাণ বিতরণ



নারায়ণগঞ্জ জেলার ত্রাণ সংগ্রহ



কুমিল্লায় সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার ত্রাণ বিতরণ



সেপ্টেম্বর নোয়াখালী জেলার কবিরহাট উপজেলার ধানসিঁড়ি ইউনিয়নের জনতাবাজার এলাকায় বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ নওগাঁ জেলা শাখার নেতা-কর্মীদের উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

ফেনী ও নোয়াখালীতে বন্যাদুর্গত মানুষদের মাঝে বাম দলসমূহের ত্রাণ বিরতণ

বাম গণতান্ত্রিক জোট, ফ্যাসিবাদ বিরোধী বাম মোর্চা ও বাংলাদেশ জাসদ এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ২৮ আগস্ট ফেনী শহরতলী সুলতানপুর এলাকায় ও নোয়াখালীতে বন্যা দুর্গত এলাকায় ত্রাণ বিরতণ করেন। ত্রাণ বিতরণ করেন বাম গণতান্ত্রিক

জোটের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক ও বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাংলাদেশ জাসদ এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড নাজমুল হক

প্রধান, বাসদ (মার্কসবাদী) সমন্বয়ক মাসুদ রানা, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদক নজরুল ইসলাম, ফ্যাসিবাদ বিরোধী বাম মোর্চার সমন্বয়ক ও গণমুক্তি ইউনিয়নের সভাপতি নাসির উদ্দিন আহমেদ নাসু, সাম্যবাদী আন্দোলনের কেন্দ্রীয়

পাঠচক্র ফোরামের সদস্য সুশান্ত সিনহা সুমন, বাসদ (মহাবুব) নেতা মহিন উদ্দিন চৌধুরী লিটন। জেলা বাম জোটের সমন্বয়ক জসিম উদ্দিন, বাসদ জেলা আহ্বায়ক মালেক মুনসুর, সিপিবি জেলা সভাপতি বিমল চন্দ্র প্রমুখ।



বাসদ, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, প্রগতিশীল চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা ফোরামের বন্যাদুর্গত মানুষের মাঝে ত্রাণ কার্যক্রম

দাগনভূঞা চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও স্থানীয় মন্দিরের উদ্যোগে বন্যাদুর্গত ২৭৫টি পরিবারের প্রায় ১০০০ জন মানুষকে আশ্রয় দেয়া হয়। তখন চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হয়ে ওঠে তাদের নিরাপদ আশ্রয়। এই বন্যায় চারণ হয়ে ওঠে দুর্গত মানুষের জীবন বাঁচানোর অবলম্বন। গত ২১ আগস্ট থেকে বন্যাকালীন সময়ে প্রতিদিন তাদের তিন বেলা খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া সার্বক্ষণিক চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা করা হয়েছে

ডাক্তার ও প্রয়োজনীয় ওষুধের। স্থানীয় ডা. মলয় চক্রবর্তী, ডা. নিমাই চন্দ্র দাসের পাশাপাশি চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন প্রগতিশীল চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা ফোরামের ডাক্তার মনীষা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে চিকিৎসকবৃন্দ। তাঁরা মেডিকেল ক্যাম্পে বিনামূল্যে ওষুধও সরবরাহ করেন। চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও বাসদের পাশাপাশি বন্যা দুর্গতদের সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেন বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। তারা

বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য ওষুধ ও কাপড় সংগ্রহ করে বন্যা দুর্গত মানুষের আশ্রয় কেন্দ্রটিকে সচল রাখে। এই কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সার্বক্ষণিকভাবে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ফেনী জেলার সভাপতি অর্জুন দাস, বাসদের মালেক মনসুর, হারাদন চক্রবর্তীসহ নেতাকর্মীরা ও মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজনবিহারী ভৌমিক, উত্তম কুমার পাল আশ্রয় কেন্দ্রটি পরিচালনা করছেন। বাসদ ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ

থেকেও খাবারসহ বিভিন্ন সামগ্রী সহায়তা প্রদান করে। উল্লেখ্য, প্রগতিশীল চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা ফোরামের কেন্দ্রীয় সংগঠক ডা. মনীষা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে চিকিৎসকবৃন্দ ২ সেপ্টেম্বর ফেনী জেলার দাগনভূঞা উপজেলায়; ৩ সেপ্টেম্বর পশুরাম; ৪ সেপ্টেম্বর ফেনী জেলা সদর ও ছাগলনাইয়া উপজেলায় বন্যাকবলিতদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন।



দাগনভূঞা উপজেলায় চারণ সাংস্কৃতিক ও স্থানীয় কেন্দ্রীয় দুর্গা মন্দির কমপ্লেক্সের আশ্রয় কেন্দ্র



দাগনভূঞা উপজেলায় প্রগতিশীল চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা ফোরামের উদ্যোগে পরিচালিত মেডিকেল ক্যাম্প



ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার ১নং চর মজলিশপুর ইউনিয়নের মজলিশপুর গ্রামের প্রণতি রাণী দাসের ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বাসদের উদ্যোগে ঘর নির্মাণ

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বাসদের উদ্যোগে ঘর নির্মাণের অংশ হিসেবে সোনাগাজী উপজেলার ১নং চরমজলিশপুর ইউনিয়নের মজলিশপুর গ্রামের প্রণতি রাণী দাস, স্বামী মানিক চন্দ্র দাস এর নতুন ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়। এবারের বন্যায় তাদের ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুই সন্তান নিয়ে বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। বাসদ ফেনী জেলা শাখার উদ্যোগে বন্যায় যারা গৃহহারা হয়েছে তাদের কয়েক জনের নতুন ঘর নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। বাসদের সম্পূর্ণ আর্থিক সহযোগিতায় ও নেতাকর্মীরা এতে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করে তাদের ঘরটি নির্মাণ করে দেন। প্রণতি রাণী দাস বাসদের পক্ষ থেকে ঘর

নির্মাণ করে দেওয়ায় বাসদের নেতা-কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বাসদ ফেনী জেলার আহ্বায়ক মালেক মনসুর বলেন, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য যারা আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। জেলার সদস্যসচিব অর্জুন দাস বলেন, সারা দেশের মানুষ এবারের বন্যায় যেভাবে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তা আমাদেরকে অনেক শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে। আমরা সকলের সহযোগিতা নিয়ে আরও কিছু ঘর এভাবে নির্মাণ করে দিতে চাই। এছাড়াও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পুনর্বাসনেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বাসদের পক্ষ থেকে।

বিশেষ ট্রাইব্যুনাতে বিচার, দুর্নীতি ও পাচারকৃত টাকা উদ্ধার সংস্কারের রোডম্যাপ ঘোষণা কর



অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে বাম গণতান্ত্রিক জোটের দাবি

বিশেষ ট্রাইব্যুনাতে জুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ডের বিচার; আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ; দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, সিডিকেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, রেশনিং চালু; খেলাপি ঋণ ও পাচারের টাকা উদ্ধার, দুর্নীতিবাজ, ঋণখেলাপি, অর্থ পাচারকারীদের বিচার, সম্পদ বাজেয়াপ্ত; সংস্কারের রূপরেখাসহ রোডম্যাপ ঘোষণা ও সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি চালুসহ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার; গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে আলোচনা শুরু করার দাবিতে বাম গণতান্ত্রিক জোটের উদ্যোগে ১০ সেপ্টেম্বর '২৪ দেশব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচির অংশ হিসেবে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

বাম গণতান্ত্রিক জোটের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়ক ও বাসদের সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সিপিবি'র সভাপতি কমরেড মো. শাহ আলম, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য কমরেড অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, বাসদ (মার্কসবাদী)-র সমন্বয়ক মাসুদ রানা, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির

সাধারণ সম্পাদক মোশররফা মিশু। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী, সমাবেশ পরিচালনা করেন বাসদ কেন্দ্রীয় বর্ধিত ফোরামের সদস্য খালেদুজ্জামান লিপন।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, ফ্যাসিবাদী শাসক উচ্ছেদের পর এখন ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদ প্রয়োজন। দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারই যথেষ্ট নয়, দুর্নীতি এবং পাচারকৃত টাকা উদ্ধার করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রশাসন-পুলিশ, বিচার বিভাগ সবখানেই সংস্কার প্রয়োজন কিন্তু সূষ্ঠ ও অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় না থাকলে এবং জবাবদিহির ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হলে গণ অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হবে না।

নেতৃবৃন্দ বলেন, এক দখলবাজের পরিবর্তে আর এক দখলবাজ নয়, সাম্প্রদায়িক হামলা ও নিপীড়ন নয়, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সিডিকেট নয়, দেশের টাকা পাচার নয় এবং দিনের ভোট রাতে নয় এটাই দেশের গণমানুষের আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষার বাস্তব রূপ দিতে এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সংস্কারের রূপরেখা হাজির করার জন্য সমাবেশ থেকে নেতৃবৃন্দ জোর দাবি জানান।

সমাবেশ শেষে একটি মিছিল নগরীর বিভিন্ন পথ প্রদক্ষিণ করে পল্টনে গিয়ে শেষ হয়।

দ্রুত সময়ের মধ্যে পাটকল চালুসহ ৯ দফা পূরণে দাবি

পাট উপদেষ্টার সাথে পাটকল রক্ষায় নাগরিক পরিষদের সাক্ষাৎ

লিজ বাতিল করে বন্ধকৃত সকল পাটকল রক্ষীয়ভাবে চালু, আধুনিকায়ন এবং শ্রমিকদের বকেয়া পাওনার দাবিতে বস্ত্র ও পাট উপদেষ্টার সাথে সাক্ষাত করেন পাটকল রক্ষায় সম্মিলিত নাগরিক পরিষদ। উপদেষ্টার সাথে আলোচ্য বিষয় তুলে ধরার জন্য ২ সেপ্টেম্বর খুলনা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের আহবায়ক এ্যাড. কুদরত-ই-খুদা'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সদস্যসচিব এস এ রশীদ, বাসদ খুলনা জেলা আহবায়ক জনার্দন দত্ত নাট্ট, জেল নেতা মুনীর চৌধুরী সোহেল, মো. মোজাম্মেল হক খান, সূতপা বেদজ, মিজানুর রহমান বাবু, এ্যাড. জাহাঙ্গীর আলম সিদ্দিকী, নিতাই পাল, গাজী আফজাল হোসেন, আবদুল করিম, কোহিনুর আক্তার কণা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে পরিষদের

আহ্বায়ক এ্যাড. কুদরত-ই-খুদা বলেন, ২০২০ সালে একদিনে খুলনার ৯টিসহ সারাদেশের ২৬টি পাটকল বন্ধ ঘোষণা করেন। ফলে, প্রায় ৭০ হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। জীবন-জীবিকার সংকটে পড়ে কয়েক লক্ষ মানুষ। ওই সময়ে প্রশাসন আন্দোলনকারীদের উপর দমন-পীড়নের চালায়। এ অবস্থায় রাষ্ট্রীয় পাটকল রাষ্ট্রীয় মালিকানায চালু এবং পাটকল লোকসানের প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন করে বিজেএমসি'র দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তাদের বিচারের দাবিতে খুলনার সচেতন নাগরিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ সারাদেশের বিভিন্ন মিলের শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে সাথে নিয়ে 'পাটকল রক্ষায় সম্মিলিত নাগরিক পরিষদ গঠন করা হয়েছিলো। বিগত সরকার নাগরিক পরিষদের দাবিকে অগ্রাহ্য করেছে, তাদের ওপর জেল-জলুম, দমন-পীড়ন চালিয়েছে। তা সত্ত্বেও গত চার বছর নাগরিক পরিষদ বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দাবি আদায়ে তাদের সংগ্রাম জারি রেখেছে।

বীরকন্যা প্রীতিলতার আত্মহুতি দিবস

মহিলা ফোরামের আলোচনাসভা

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের শহিদ বীরকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদেদার এর ৯২তম আত্মহুতি দিবস স্মরণে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম ঢাকা নগর শাখার উদ্যোগে ২৭ সেপ্টেম্বর ভ্যানগার্ড মিলনায়তনে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। মহিলা ফোরাম কেন্দ্রীয় উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য নূরজাহান বান্নার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, মহিলা ফোরাম কমিটির সভাপতি প্রকৌশলী শম্পা বসু ও ঢাকা নগর শাখার সাধারণ সম্পাদক রুখশানা আফরোজ আশা।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের কবল থেকে দেশকে মুক্ত-স্বাধীন করার লক্ষ্যে

মরণপণ সংগ্রামে প্রীতিলতা ১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে এক অভিযানে শহিদ হন। তাঁর সংগ্রাম দেশের স্বাধীনতাকে যেমন ত্বরান্বিত করেছে অন্যদিকে নারীদের মর্যাদাপূর্ণ জীবনের রাস্তা দেখিয়েছে যে, নারীও পুরুষের সাথে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রামের ময়দানে লড়াই করতে পারে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, আজকে সাম্রাজ্যবাদের মদদে ও সহযোগিতায় ইসরায়েল ফিলিস্তিন-লেবাননে হাজার হাজার নারী-শিশুকে হত্যা করে চলছে। আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও মুলাফার জন্য এই শক্তি দুনিয়াব্যাপী যুদ্ধ ও যুদ্ধোদ্দাননা চালিয়ে মানুষ হত্যা করছে। প্রীতিলতার জীবন-সংগ্রাম পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে লড়াই-সংগ্রামে প্রেরণা জোগাবে।

প্রীতিলতার আত্মহুতি দিবস উপলক্ষে বাসদ, মহিলা ফোরাম, ছাত্র ফ্রন্ট চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লাসহ বিভিন্ন জেলায় নানা কর্মসূচি পালন করে।



জলাবদ্ধতা নিরসন, মাগুরা টেক্সটাইল মিল চালুর দাবিতে স্মারকলিপি পেশ

বর্ধিত পৌরকর প্রত্যাহার করা, জলাবদ্ধতা নিরসনে উদ্যোগ গ্রহণ, মাগুরা টেক্সটাইল মিল চালু করা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির দাবিতে গণকমিটি মাগুরা জেলার উদ্যোগে ১০ সেপ্টেম্বর শহরের পৌরসভার সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ শেষে ভারপ্রাপ্ত পৌর মেয়র বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

সংগঠনের আহ্বায়ক এটিএম মহব্বত আলীর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শিক্ষাবিদ কাজী নজরুল ইসলাম ফিরোজ, নজরুল ইসলাম, শামসুল্লাহর জ্যোত্স্না, অ্যাড. আহমেদ হোসেন, বজলুর করিম রাখু, আশরাফুজ্জান শামীম ও প্রকৌশলী শম্পা বসু।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, মাগুরা পৌরসভার কর কয়েক গুণ বাড়িয়েছে অথচ বিগত সময়ে মানুষ পৌরসেবা পায়নি। এখানে আধুনিক ড্রেনেজ ব্যবস্থা নেই, সামান্য বৃষ্টিতেই পানি জমে যায়। শহরের ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কারের উন্নত ব্যবস্থা নেই। শহরের বর্জ্য নদীতে ফেলে দূষণ করা হয়। শহরে নারী ও পুরুষের জন্য নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত পাবলিক টয়লেট নেই। বিভিন্ন এলাকায় স্ট্রিট লাইট নেই বা নষ্ট। অনেক এলাকায় রাস্তা

ভাঙাচোরা, খানাখন্দে ভরা, মানুষের দুর্ভোগ হয়। সব এলাকায় নিয়মিত মশার ওষুধ ছিটানো হয় না। মূলত, পৌরসভা তার দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করছে না কিন্তু ট্যাক্স বাড়িয়ে দিচ্ছে। অবিলম্বে এই বর্ধিত পৌরকর প্রত্যাহার করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, মাগুরা জেলার প্রধান প্রধান সংকটগুলোর মধ্যে অন্যতম বেকার সমস্যা। এই সংকট সমাধানে তেমন কোন উদ্যোগও চোখে পড়ে না। জেলায় কর্মসংস্থানের প্রায় কোন ব্যবস্থা নেই, এখানে সরকারি কোন শিল্প কলকারখানা নেই। মাগুরা টেক্সটাইল মিল অনেক বছর ধরে বন্ধ হয়ে আছে। মাগুরা দেশের কোন প্রান্তিক এলাকা না। মাগুরা থেকে ঢাকা, মংলা বন্দর ইত্যাদি কাছে এবং যোগাযোগ ভালো। মাগুরায় ধান, পাটসহ কৃষিপণ্য ভালো উৎপাদন হয়। নবগঙ্গা, মধুমতি, ফটকিসহ বেশকিছু নদী আছে। তাহলে কেন এই জেলায় শিল্প কলকারখানা করা হবে না?

উল্লেখ্য, এই আন্দোলনের মুখে কর্তৃপক্ষ বর্ধিত পৌরকর প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। নেতৃবৃন্দ বলেন, এই বিজয় আন্দোলনরত সংগ্রামী জনতার।



খুলনায় স্বাস্থ্যসেবা ও ওষুধ প্রদান



বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ খুলনা জেলা শাখা এবং প্রগতিশীল চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ১৩ সেপ্টেম্বর জেলার পাইকগাছা উপজেলার দেলুটি ইউনিয়নে বন্যার্ত দুই শতাধিক মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা ও বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান করা হয়। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে এই এলাকার মানুষ সকল সরকারের আমলে অবহেলিত। প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড়-বন্যা, জলোচ্ছ্বাসে তারা সর্বস্বান্ত হয়। তারপরও আপন সংগ্রামে আবার দাঁড়ায়, তিল তিল করে জমি

প্রস্তুত করে, ফসল ফলিয়ে মানুষের মুখে অন্ন জোগায়। এখানকার মানুষ চায় প্রকৃতি-পরিবেশের সাথে সহায়ক নদী ব্যবস্থাপনা, লবণ-পানির মাছের চাষ বন্ধ করে কৃষি জমি রক্ষা, সুন্দরবনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা। একইসাথে এই অঞ্চলে পর্যাপ্ত স্কুল, কলেজ ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র নির্মাণ করাও জরুরি। তাই বাসদ-এর উদ্যোগে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের পাশাপাশি অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সকলের ঐক্যবদ্ধ লড়াই গড়ে তোলার বিষয়েও আলোচনা হয়।

ফুলবাড়ী চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি নির্ভর প্রকল্প গ্রহণের আহ্বান

ফুলবাড়ী দিবসে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি ও সমাবেশ

ফুলবাড়ী দিবস উপলক্ষে ২৬ আগস্ট তেল-গ্যাস, খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির উদ্যোগে ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে ফুলবাড়ীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় কমিটি ছাড়াও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ, বাসদ (মার্কসবাদী), বাংলাদেশ জাসদ, গণসংহতি আন্দোলন, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি, জাতীয় কমিটি ঢাকা মহানগর, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপাসহ ছাত্র-যুব ও সাংস্কৃতিক সংগঠন পুষ্পস্তবক অর্পণ করে।

শহিদ মিনারে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জাতীয় কমিটির অন্যতম নেতা অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ, অধ্যাপক এম এম আকাশ ও রুহিন হোসেন প্রিন্স। এসময়ে উপস্থিত ছিলেন সাইফুল হক, আব্দুস সাত্তার, নাজমুল হক প্রধান, বেলাল চৌধুরী, জুলফিকার আলী, মাসুদ রানা, মনিরুদ্দীন পাশু, নাসির উদ্দিন নাসু, মাসুদ খান, মাইনুদ্দিন চৌধুরী লিটন, খান আসাদুজ্জামান মাসুমসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।



সিলেট ও মৌলভীবাজারে বাম দলসমূহ সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে বন্যা দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ



বাসদ কুমিল্লা জেলা শাখার উদ্যোগে বন্যা দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

ফিলিস্তিন থেকে হানাদার ইসরায়েল হাত গুটাও লেবাননে হামলা হামলা বন্ধ কর



ফিলিস্তিন সংহতি কমিটি বাংলাদেশ

গাজায় ইসরায়েলি আত্মসন ও গণহত্যার এক বছর পূর্তিতে ৭ অক্টোবর '২৪, ঢাকায় ফিলিস্তিন সংহতি কমিটি, বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে কমিটির সদস্য অধ্যাপক আনু মুহম্মদ এর সভাপতিত্বে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশ থেকে দাবি করা হয়—

১. ফিলিস্তিনে গণহত্যা বন্ধ কর। অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ

করে ফিলিস্তিনের মাটি থেকে হানাদার ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহার করতে হবে। ফিলিস্তিন জনগণের স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠায় সকল অন্তরায় দূর করতে হবে।

২. জাতিসংঘ থেকে ইসরায়েলকে বহিষ্কার কর

৩. মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের দায়ে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ও তার সহযোগীদের বিচার করতে হবে।

৪. লেবাননে ইসরায়েলি হামলা এবং মধ্যপ্রাচ্য সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-চক্রান্ত বন্ধ করতে হবে।

নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিতে নারীনির্যাতন প্রতিরোধ দিবস পালিত

ইয়াসমিন হত্যা দিবস পালিত
সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম

২৯তম নারীনির্যাতন প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ২৪ আগস্ট জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের ঢাকা নগর শাখার সাধারণ সম্পাদক রুখশানা আফরোজ আশার সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ ঢাকা নগরের ইনচার্জ নিখিল দাস, মহিলা ফোরামে নেতা শরীফা আক্তার, লাবনী আক্তার, সুমিতা মরিয়ম, সুলতানা আক্তার, অদিতি ইসলাম। সমাবেশ পরিচালনা করেন মুক্তা বাউড়ি।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, গত ৫ আগস্ট ছাত্র-শ্রমিক-জনতার রক্তাক্ত গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে জনগণের উপর চেপে বসা স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট সরকার উচ্ছেদ হয়েছে। হাজারো মানুষ জীবন দিয়েছে, আহত অগুতি। স্বৈরাচারী সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার উন্মত্ততায় রক্তীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করেছে। অবিলম্বে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার ও শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে, হতাহতের তালিকা প্রকাশ করতে হবে এবং নিহত ও আহত ছাত্র-শ্রমিক-জনতাকে ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, এই গণ আন্দোলনে নারী-পুরুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছে। সন্তানদের সাথে রাস্তায় নেমে এসেছিল মা-বোনরা। এই লড়াই ছিল প্রতিনিয়ত সমাজে যে বৈষম্য ঘটে চলেছে তার প্রতিবাদে। দেশের সবচেয়ে বড় বৈষম্যের অন্যতম নারী-পুরুষের মর্যাদা ও অধিকারের বৈষম্য। আইনগতভাবেই



সম্প্রতিতে নারীদের সমঅধিকার নেই। শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রীদের সংখ্যা বেশি হলেও কর্মক্ষেত্রে সেই সংখ্যা অনেক কম। পারিবারিক দায়িত্ব পালনের কারণে কর্মক্ষেত্রে থেকে ছিটকে পড়লেও নারীর পারিবারিক-সামাজিক মর্যাদা প্রতিনিয়ত ভুলুপ্তিত হচ্ছে। কর্মজীবী নারীদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং সমকাজে সমমজুরির নিশ্চয়তা নেই। এরকম অসংখ্য বৈষম্যের শিকার দেশের নারীরা। গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে বৈষম্যবিরোধী চেতনা তৈরি হয়েছে তার সাথে এই বাস্তবতা সাংঘর্ষিক। অবিলম্বে সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সারাদেশের গণ আন্দোলন এবং দিনাজপুরে ৭ জন ভাইয়ের প্রাণের বিনিময়ে ইয়াসমিন হত্যার বিচার হয়েছিল। ইয়াসমিন হত্যার পর কেটে গেছে ২৯ বছর। কিন্তু এই

সময়ে দেশে একদিকে নারী নির্যাতনের সংখ্যা, ধরন ও তীব্রতা বেড়েছে আর অন্যদিকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সরকারি উদ্যোগ কমে গেছে। দেশের সর্বত্র নারী-শিশু ধর্ষণ, খুনের ঘটনা ঘটে চলেছে, সমানতালে চলেছে বিচারহীনতার নজির। বিচারহীনতা ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনৈতিক বলয় অপরাধ প্রবণতাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। দেশে ধর্ষণের মামলায় ৯৭ শতাংশেরই কোন সাজা হয় নাই। ফলে অপরাধী আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। অর্থ ও ক্ষমতার বলয়ে থাকলে খুন-ধর্ষণ যেকোন অপরাধ করে পার পেয়ে যায়—এই হচ্ছে বাস্তবতা! মুনিয়া হত্যা, সাগর-রুণী হত্যা, তনু হত্যাসহ আলোচিত হত্যার বিচার না হওয়া সেটাই প্রমাণ করে।

সমাবেশ থেকে বন্যা দুর্গত এলাকার মানুষের জন্য পর্যাপ্ত ত্রাণ বরাদ্দ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়।

আশুলিয়ায় শ্রমিক হত্যার তীব্র নিন্দা

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সংবাদপত্রে দেওয়া এক বিবৃতিতে আশুলিয়ায় শ্রমিক হত্যার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, দীর্ঘদিন যাবত শ্রমিকরা কারখানাগুলোতে তীব্র শোষণ-নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার না থাকায় তারা তাদের দাবি উত্থাপন ও পূরণ করতে পারছে না। বহু কারখানায় নতুন মজুরি কাঠামোও বাস্তবায়ন হয়নি। উচ্চ দ্রব্যমূল্যের চাপে বর্তমান মজুরিতে তাদের জীবন চলে না। ফলে ভয়াবহ সংকটে মানবতের জীবনযাপন করতে হচ্ছে শ্রমিকদের। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া না মেনে অতীতের ন্যায় দমন-পীড়ন চালিয়ে শ্রমিকদের বিক্ষুব্ধ করা হচ্ছে। আইন ভঙ্গকারী মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে শ্রমিক ছাঁটাই, নির্যাতন করছে, পুলিশ-সেনাবাহিনী দিয়ে শ্রমিক হত্যা করছে। এতে সংকট নিরসন না হয়ে আরও সংকটাপন্ন হচ্ছে।

বিবৃতিতে কমরেড ফিরোজ আরও বলেন, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শ্রমিকরা জীবন দিলেও বৈষম্য থেকে শ্রমিকদের মুক্তি মিলেনি, ফ্যাসিবাদী হাসিনা সরকারের ধারাবাহিকতায় বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারও শ্রমিকদের দাবি আমলে নিচ্ছে না। শিল্পে সৃষ্ট পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হলে শ্রমিকসহ দ্বিপাক্ষিক/ত্রিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে ন্যায্য দাবি মেনে নিয়ে সমাধান করতে হবে। কোনভাবেই শ্রমিকদের দমন করে, হত্যা করে এই শিল্প রক্ষা করা যাবে না। বর্তমান সরকার সংস্কারের অনেক বিষয় আনলেও গণতান্ত্রিক শ্রম আইন ও মজুরিবৈষম্য দূর করার বিষয়টা উপেক্ষিত থাকছে।

অধ্যাপক মুঈদ রহমান-এর মৃত্যুতে শোক



উৎস খোঁজা ও বৈষম্যমুক্ত সমতার সমাজের পক্ষে অবিশ্রান্তভাবে যুক্তি করে গেছেন। সমাজের পরিবর্তনকামী বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি তাঁর ছিল অকুণ্ঠ সমর্থন ও আস্থা। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সেই আস্থায় বলীয়ান ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দেশ শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনের একজন গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক এবং বাসদ এক পরম দরদি ও শুভানুধ্যায়ীকে হারালো।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক মো. আব্দুল মুঈদ (মুঈদ রহমান) ১১ সেপ্টেম্বর রাত ৮টায় কুষ্টিয়ায় নিজ বাসভবনে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরাম

প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরাম-এর সভাপতি অধ্যাপক আবিদুর রেজা এবং সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক মো. আবুল কাশেম ও সদস্যসচিব অধ্যক্ষ মোশায়েদ হোসেন ঢালী এক শোক বার্তায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরামের সংগঠক মুঈদ রহমান-এর অকাল প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন ও সহকর্মীদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুক্তা বাউড়ি ও সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন অধ্যাপক মুঈদ রহমান-এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা বদিউল আলম-এর মৃত্যুতে শোক



বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ২৯ সেপ্টেম্বর '২৪ সংবাদপত্রে দেওয়া এক বিবৃতিতে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান ছাত্রলীগের অন্যতম নেতা আসামের হাফলং থেকে ট্রেনিং

প্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে জাসদ ও গণবাহিনীর সংগঠক, ১৯৮০ সালে বাসদ প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা, বিশিষ্ট সাংবাদিক বদিউল আলমের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে শোকসন্তপ্ত পরিবার ও সহযোদ্ধাদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রাম, প্রায় উপনিবেশিক পাকিস্তান আমলে ছাত্রদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বদিউল আলম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তার মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন দেশপ্রেমিককে হারালো।

বিবৃতিতে কমরেড ফিরোজ তাঁর সংগ্রামী স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর স্বপ্ন শোষণ-বৈষম্যমুক্ত সাম্যের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এগিয়ে নেয়ার জন্য সকল দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক মানুষের প্রতি আহ্বান জানান।

পলাশ বিশ্বাস-এর মৃত্যুতে শোক

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট কুষ্টিয়া জেলা শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, গোলাম আজম পলাশ বিশ্বাস-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে কমরেড ফিরোজ তাঁর সংগ্রামী স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর স্বপ্ন শোষণ-বৈষম্যমুক্ত সাম্যের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এগিয়ে নেয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।



বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক মো. আব্দুল মুঈদ (মুঈদ রহমান) এর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

১২ সেপ্টেম্বর '২৪ গণমাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে কমরেড ফিরোজ বলেন, অধ্যাপক মুঈদ রহমান এদেশের গণমানুষের রাজনীতির পক্ষে এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ছিলেন। নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র অধিকার ও শিক্ষা রক্ষার আন্দোলনে তিনি ছিলেন সম্মুখ কাতারের যোদ্ধা। প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরামের সংগঠক হিসেবে সারা দেশে শিক্ষকদের সংগঠিত করতে তিনি অসামান্য ভূমিকা রেখেছেন। তিনি তার লেখনীর মাধ্যমে সমাজের অভ্যন্তরে বৈষম্যের

বামপন্থি আনুঢ়া কুমারা দিশানায়েকের জয়, ব্যবস্থা বদলে বামপন্থিরাই ভরসা

শেষ পৃষ্ঠার পর

লাফিয়ে বাড়তে থাকে মুদ্রাস্ফীতি। প্রকট হতে থাকে জ্বালানির সংকট। বিদ্যুৎ ছাড়াই থাকতে হয় নাগরিকদের বেশিরভাগ সময়। অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে খাদ্যনিরাপত্তা। ফুরিয়ে আসে আমদানি সক্ষমতাও। বিপরীতে ঋণে জর্জরিত দেশ। নাগরিকদের খাদ্য, জ্বালানি ও ওষুধের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে জরুরি ভিত্তিতে অনুদানের জন্য সাম্রাজ্যবাদী সংস্থা ও অন্য দেশের কাছে হাত পাতেতে হয় তাদের। বাংলাদেশের কাছ থেকেও ২৫ কোটি ডলার ঋণ নেয়। মুদ্রাবাজার থেকে উচ্চ সুদে বিপুল পরিমাণ ঋণ নেয় শ্রীলঙ্কা। এ ঋণ ও তার সুদ পরিশোধ করতে না পেরে নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করে সরকার।

সরকার হঠাৎ করে এ সময়ে রাসায়নিক সার ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। মূলত ডলার সাশ্রয় করার জন্যই ওই উদ্যোগ নেয়। উদ্দেশ্য ছিল সার আমদানি বন্ধ করে অর্গানিক কৃষিতে ঝোঁকা। তবে সেটি বুমেরাং হয়ে ওঠে। অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে ধস নামে। রপ্তানি আয়ের অন্যতম উৎস চায়ের উৎপাদনেও ধস নামে ফলে এ খাত থেকে রপ্তানি আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে যায়। খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমে যাওয়ায় চালসহ খাদ্য আমদানি করতে হয় সরকারকে। দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন বৃদ্ধি, গ্যাস বিদ্যুৎসহ পরিষেবা ব্যয় বৃদ্ধিতে নাগরিকদের মাঝে ক্ষোভ তীব্র আকার ধারণ করে। বিক্ষোভে উদ্ভাল হয়ে ওঠে দেশ। পদে টিকে থাকার শেষ চেষ্টা করেও মাহিন্দা রাজাপাকসে শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। কিন্তু সেখানেই আন্দোলন থেমে থাকেনি। শেষ পর্যন্ত দেশ ছেড়ে পালাতে হয় সিঙ্গাপুরে, এবং সেখানে পদত্যাগ করতে হয় স্বৈরশাসক গোতাবায়াকেও।

২০২২ সালের ৯ জুলাই যে অভূতপূর্ব গণ অভ্যুত্থান শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হয় তা একই সাথে শক্তি এবং শৃঙ্খলার বহিঃপ্রকাশ। তখনই প্রশ্ন জেগেছিল কোন রাজনৈতিক শক্তি আছে এই আন্দোলনের নেতৃত্বে? কারণ হাজার হাজার লক্ষান তরুণ-তরুণী প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ দখল করে বিতাড়িত করে গোতাবায়াকে। প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ দখলের আগে-পরে সিংহলি-তামিল মিলেমিশে কালচে-বাদামি মানুষদের এক মহাসমুদ্র হয়ে উঠেছিল ‘গ্যালে ফেস’ যে জায়গা সাধারণত রাজনৈতিক জমায়েতের জন্য ব্যবহৃত হয়। সেখানে হাজারো মানুষের মুখে শ্লোগান উচ্চারিত হয় ‘সিস্টেম চেক্স’ অর্থাৎ ব্যবস্থাকে বদলাতে হবে। কিন্তু সে সময় পরিবর্তনের লড়াইটাকে দীর্ঘস্থায়ী করা যায়নি। তাই দেখা গেল গোতাবায়া সরকারের পার্লামেন্টেরই একজন ‘রনিল বিক্রমাসিংহে’ প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করল। মানুষ যে পরিবর্তন চেয়েছে সে পথে

ফরিদপুরে লালন আখড়া ভাঙচুর ও সাভারে সুফি মাওলানা কাজী জাবেরের বাসভবনে সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নিখিল দাস ও সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন ১ অক্টোবর ’২৪ এক বিবৃতিতে ফরিদপুরের ভাণ্ডায় গভীর রাতে বাউল সশ্রুট লালন সাঁইজীর আনন্দধামে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ এবং সাভারে সুফি মাওলানা কাজী জাবের আলম জাহাঙ্গীর সুরেশ্বরীর বাসভবনে ওহাবিপন্থি ধর্মীয় উগ্রবাদী দুর্বৃত্তদের হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, জুলাই-আগস্ট ’২৪ ছাত্র জনতার গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদী শাসনের উচ্ছেদ ঘটিয়েছি। গণ অভ্যুত্থানের চেতনা হলো বৈষম্যবিরোধী চেতনা। এ চেতনায়

তাৎক্ষণিকভাবে হাঁটা গেল না। আগের ব্যবস্থা বহাল রেখেই সংস্কারের দুয়ো ধ্বনি তোলা হল। বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো এবং সামরিক জান্তার সমর্থনে একনায়কের মতো করেই দেশ পরিচালনা করতে লাগল রনিল বিক্রমাসিংহে।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন না দিয়ে জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নেয়া হল। নির্বাচন নিয়ে সময় ক্ষেপণ করে রাজাপাকসেদের সমর্থন নিয়ে, সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থনে নিজেই প্রেসিডেন্টের আসনে স্থায়ীভাবে গেড়ে বসার পরিকল্পনা করছিলেন। এমনও বলছেন, ২০৪৮ সাল নাগাদ দেশটিকে ধনী দেশের মতো করে গড়ে তুলতে চান তিনি। সে লক্ষ্যে ২৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছিল। আইএমএফসহ বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাগুলোর ঋণের বিপরীতে নানা শর্তারোপে মানুষের মধ্যে ক্ষোভও বাড়ছিল। ব্যাপক মূল্যস্ফীতি কোনভাবেই সামাল দেয়া যাচ্ছিল না। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ক্রমাগত বেসরকারিকরণের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছিল। আর প্রতিবাদ আন্দোলন যেন পুনরায় দানা বেঁধে উঠতে না পারে সে জন্য সন্ত্রাস বিরোধী নতুন এক আইনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে যেখানে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়াই গ্রেপ্তারের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, কারণ দর্শানো ছাড়া এক বছর পর্যন্ত যে কাউকে আটকে রাখা যাবে।

২০২২ সালের গণ আন্দোলন এসবের বিপক্ষেই ছিল। অথচ সে অভ্যুত্থানের বছর না পেরোতেই এমন নানা গণবিরোধী অবস্থান মানুষকে সংক্ষুব্ধ করে তুলল। বিগত গণ অভ্যুত্থানের প্রধান শক্তি ছিল বামপন্থি ছাত্ররা। বিশেষ করে বামপন্থি দল ‘জনতা বিমুক্তি পেরামুনা’ বা জেভিপি এই আন্দোলনে রেখেছিল অগ্রণী ভূমিকা। সম্প্রতি যে স্থানীয় সরকার নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে তারও বড় কারণ নির্বাচন হলে জেভিপি জিতে আসতে পারে বলেই ধারণা করা হচ্ছিল। জেভিপি শ্রীলঙ্কার শাসকদল কিংবা প্রধান বিরোধী দল নয়। অতীতেও এই দল কখনো ক্ষমতায় ছিল না। অন্তত দুবার ১৯৭১ ও ১৯৮৭ সালে এই দল শ্রীলঙ্কায় সশস্ত্র গণ অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টা করলে তাদের কেন্দ্রীয় কমিটির বেশিরভাগ নেতাসহ প্রায় ৬০ হাজার কর্মী ও দল সংশ্লিষ্ট মানুষকে হত্যা করা হয়। সেই থেকে দেশের অভিজাত শ্রেণি, আমলাতন্ত্র, সশস্ত্র বাহিনীর অন্যতম মাথা ব্যথার কারণ জেভিপি।

কিন্তু ২০২২ সাল থেকে শুরু হওয়া অর্থনৈতিক সংকটে ছাত্র-তরুণদের পরিবর্তনের শ্লোগানকে সমর্থন দেয়ায় শ্রীলঙ্কার তরুণেরা জেভিপির দিকে ঝুঁকছেন। এনপিপি (ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ার) নামে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ, শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী, গণতন্ত্রমনা মানুষদের সমন্বয়ে তারা একটা জোটও গঠন করেছে। রাজাপাকসেদের হটাতো পারলেও গণ-অভ্যুত্থানকে কাজে লাগিয়ে

প্রত্যাশামতো রাজনৈতিক পরিবর্তন আনতে না পারায় মানুষ প্রধান বিরোধী দল সঙ্গীজন বালাগুয়োগাকে নিয়ে আর স্বপ্ন দেখছে না শ্রীলঙ্কায়। বরং জেভিপির নেতা ‘একেডি’ নামে পরিচিত অনুঢ়া কুমারা দিশানায়েকে রাজনীতির প্রধান এক চরিত্র হিসেবে আবির্ভূত হলেন। দীর্ঘ সময় ধরে জেভিপি সমাজ বদলের কথা বলে আসছিল, পুঁজিবাদী উন্নয়নের যে ধারণা তার বিপরীতে তারা সমতাভিত্তিক উন্নয়নের পক্ষে প্রচার করত, পূর্বের শাসকদের ন্যায় আইএমএফ বা বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী সংস্থার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার নীতির তীব্র বিরোধী ছিল জেভিপি। অর্থনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণ, দুর্নীতি থেকে মুক্তি আর গ্রামীন জনগণের বাঁচার সংগ্রামের দাবিকে তারা জনপ্রিয় করে তুলতে পেরেছিল। আর এর ফলাফল হিসেবেই আমরা দেখি সাম্প্রতিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে শ্রীলঙ্কার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কোন মার্কসবাদী দল এবং তাদের নেতৃত্বাধীন জোট রাষ্ট্রক্ষমতায় এলো। শ্রীলঙ্কায় দীর্ঘদিন ধরে চলা দ্বিদলীয় শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটল। যে পরিবর্তনের কথা মানুষ আশা করেছে সেই পরিবর্তনের দিকে যাত্রার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। শ্রীলঙ্কার বুর্জোয়া শক্তি নানাভাবে চেষ্টা করেও এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অপতৎপরতার পরেও জনতার এই বিজয়কে দমানো যায়নি।

একথা বহুল আলোচিত ছিল যে, বাংলাদেশেও শ্রীলঙ্কার মতো পরিস্থিতি হবে কি না? ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে আওয়ামী লীগ বলেছিল, এ অসম্ভব। কিন্তু জনরোষে তারাও পালিয়েছে ক্ষমতা এবং দেশ ছেড়ে। বাংলাদেশের জনগণ গত জুলাই-আগস্ট মাসে এক রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের জন্ম দিয়েছে। একদলীয় শাসন, দুর্নীতি, লুটপাট, ভিন্নমত দমনে চূড়ান্ত ফ্যাসিস্ট আচরণ, ভোটের অধিকার কেড়ে নেয়া, দল ও গোষ্ঠীর স্বার্থে দেশের স্বার্থ ভারতসহ বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে বিকিয়ে দেয়া, শিল্প-কৃষি সেবাখাতে শোষণ ও লুণ্ঠনের তীব্রতা বৃদ্ধি করে শ্রমিক কৃষকের জীবন দুর্বিষহ করে তোলা ইত্যাদি নানা কিছুর বিরুদ্ধে ছাত্র-শ্রমিক-জনতার এক সম্মিলিত অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে। বৈষম্যের বিরুদ্ধে এই গণ আন্দোলনেও শ্লোগান উঠেছে শুধু ফ্যাসিস্ট শাসন নয়, এই ফ্যাসিস্ট ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। ফলে গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি বিচার করলে শ্রীলঙ্কার পরিস্থিতির সাথে বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের নানা মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। আবার অভ্যুত্থান পরবর্তী শ্রীলঙ্কায় রনিল বিক্রমাসিংহের সরকার নানা সংস্কারের কথা বললেও হাটছিল কিন্তু পুরনো পথেই। অর্থনৈতিক খাতে কিছু সংস্কার করলেও নানা কৌশলে নিজেদের ক্ষমতাকে প্রলম্বিত করে জনতার প্রতিরোধের শক্তিকে দুর্বল করতে চেয়েছিল। বাংলাদেশেও নতুন গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার

লেবানন ও গাজায় বোমা হামলা ও গণহত্যা বন্ধ কর

শেষ পৃষ্ঠার পর

সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ মদদে স্বাধীন ফিলিস্তিন ভূমিতে কৃত্রিম রাষ্ট্র তৈরি করে ইসরায়েল নামক জায়নবাদী রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে। মধ্যপ্রাচ্যের তেলের উপর নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য তৈরির হীন চক্রান্তেই এই রাষ্ট্রের উদ্ভব। ফিলিস্তিনি জাতি আজ নিজ ভূমিতে পরবাসী। তাদের ভূমি ও ঘরবাড়ি প্রতিদিন জায়নবাদীরা দখল করছে। গাজার উপর গণহত্যার বিরুদ্ধে যখন গোটা বিশ্ব সোচ্চার, তখন গাজাকে প্রায় মাটির সাথে মিশিয়ে ৪০ সহস্রাধিক মানুষ হত্যা করে এখন তারা লেবানন ধ্বংসের পথে হাঁটছে। যুদ্ধবিরতির আলোচনার নামে সময় ক্ষেপণ করে ক্রমাগত বোমা হামলা চালিয়ে মানুষ হত্যা করে চলেছে। হামলা করা হয়েছে হিজবুল্লাহর সদর দপ্তর ও হত্যা করা হয়েছে হিজবুল্লাহর প্রধান হাসান নাসরুল্লাহকে। নেতৃবৃন্দ এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

নানা সংস্কারের কথা বলছেন। তাদের বিষয়ে এখনও শেষ কথা বলার সময় আসেনি। কিন্তু দ্রব্যমূল্য, শ্রমিকের মজুরি, জাতিগত ও ধর্মীয় সংখলঘু মানুষদের নিরাপত্তা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে দেখা যাচ্ছে এই সরকারও এখন পর্যন্ত পরিবর্তণের দিশা দেখাতে সক্ষম হয়নি। বরং সাম্প্রদায়িক-মৌলবাদী শক্তির প্রতি আপসকামীতা অভ্যুত্থানের আকাজক্ষাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। একথা বলাই যায়, বাংলাদেশে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন হয়েছে, কিন্তু ফ্যাসিবাদের ভিত্তি যে বৈষম্যমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তা এখনও বহাল তবিয়তেই আছে। যে প্ল্যাটফর্ম এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে তার নাম ছিল, ‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন’। আওয়ামী লীগের ফ্যাসিস্ট আচরণের বিরুদ্ধে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ আর বৈষম্য দূর করার আকাজক্ষা এক মোহনায় মিলে গিয়েছিল। কিন্তু সমাজের বৈষম্য দূর করতে হলে বৈষম্যের যে উৎস তথা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে যে বৈষম্য তাকে উচ্ছেদ করা ছাড়া নানা ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা যাবে না। শ্রীলঙ্কার তরুণরা তথা জনগণ এই সত্য উপলব্ধি করে বামপন্থি শক্তির উপর ভরসা রেখেছে। আর এর ফলেই এই বৈষম্যহীন সমাজের দিকে তারা যাত্রা শুরু করতে পেরেছে। বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ দুই মাস অতিক্রম করেছে কিন্তু দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও সিভিকেট ভাঙতে পারছে না অথচ শ্রীলঙ্কায় বামপন্থি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে শপথ দেওয়ার ১০ দিনের মাথায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম অর্ধেক নামিয়ে এনেছে। এটাই বুর্জোয়াদের থেকে বামপন্থিদের পার্থক্য। বাংলাদেশের বামপন্থি শক্তিও গত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে জনগণের নানা সংকট নিয়ে সাধ্যানুযায়ী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। এই গণ আন্দোলনেও বামপন্থি ছাত্র সংগঠন এবং রাজনৈতিক দলগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এখন এই বামপন্থি শক্তিসমূহ এবং দেশের নানা অংশের প্রগতিশীল মানুষের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণ করা সময়ের প্রয়োজন। জনগণ চায় মুক্তি। এই মুক্তি বৈষম্য থেকে। শাসক শ্রেণির দুর্নীতি, ব্যবসায়ী তোষণের ফলে দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতি আর দমনপীড়ন বৈষম্যের তীব্রতা বাড়ায়। ফলে এক ফ্যাসিস্ট বুর্জোয়া শক্তির বিপরীতে অপর কোন বুর্জোয়া শক্তি কিংবা ধর্মের নামে যারা পুঁজিবাদের স্বার্থ রক্ষা করছে এবং করবে। তাদের উপর নির্ভর করলে বৈষম্য দূর হবে না, মুক্তি আসবে না। তাই শুধু শাসক বদল নয়, শাসনব্যবস্থা বদলের লড়াইটা শক্তিশালী করতে হবে। শ্রীলঙ্কার লড়া়ি়া় মানুষ ব্যবস্থা বদলের পথে হাঁটছে। এই দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের আন্দোলনরত জনগণের কাছে সংগ্রামের পথ নির্ধারণের বার্তা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের আয়োজনে 'দ্রোহকালে বাউল করিম' স্মরণ

চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে বাউল সাধক শাহ আব্দুল করিমের ১৫তম প্রয়াণ দিবস স্মরণে 'দ্রোহকালে বাউল করিম' শীর্ষক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

১২ সেপ্টেম্বর সিলেট কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে চারণ সিলেট জেলা আহবায়ক নাজিকুল ইসলাম রানার সভাপতিত্বে ও সদস্য মাসুদ রানার সঞ্চালনায় আলোচনা করেন, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আবুল কাশেম, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, বাসদ জেলা আহবায়ক আবু জাফর, উদীচী জেলা সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত পাল মিন্টু, বাসদ জেলা সদস্যসচিব প্রণব জ্যোতি পাল।

সভায় আলোচকবৃন্দ বলেন, শাহ আব্দুল করিম শোষণমুক্ত অসাম্প্রদায়িক চেতনায় মানবমুক্তির জন্য গান লিখেছেন। তিনি যেমন গ্রামীণ মানুষের জীবন সংগ্রাম তুলে ধরেছেন তেমনি সমাজের কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতার, বিরুদ্ধে গান রচনা করেছিলেন। তিন একাধারে সঙ্গীতশিল্পী, সুরকার, গীতিকার ও সঙ্গীত শিক্ষক। তিনি বাউল সঙ্গীতকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। তিনি প্রায় পাঁচশ এর অধিক গান রচনা করেছেন। সঙ্গীত ছিল তার প্রাণ। তাই তিনি লিখেছেন 'গান

গাই আমার মনরে বুঝাই মন থাকে পাগল পারা আর কিছু চায়না মনে গান ছাড়া'। এই শিল্পী ২০০৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর মৃত্যুরণ করেন। বাউল করিমের সৃষ্টি ও সংগ্রাম আজও আমাদের মানবমুক্তি ও অসম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে অনুপ্রেরণা জোগায়।

আলোচকবৃন্দ বলেন, বাউল সাধক আব্দুল করিমের জীবদ্দশায় মৌলবাদীদের হাতে নিগৃহীত হয়েছেন বারবার কিন্তু তিনি গান বন্ধ করেননি। তিনি মানুষের মুক্তির কথা, সমাজের অসংগতির কথা তুলে ধরেছেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত।

আলোচকরা বলেন, বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার লক্ষ্যে ৫ আগস্ট ছাত্র-শ্রমিক-জনতার ঐতিহাসিক গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৫ বছরের স্বৈরশাসনের পতন হয়েছে। কিন্তু এখন সকল ক্ষেত্রে যে বৈষম্য তা দূর করতে, বিজ্ঞানভিত্তিক শোষণমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক সমাজ নির্মাণে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা জরুরি। চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সকল প্রগতিশীল চিন্তার মানুষদের যুক্ত করে সেই লড়াই জারি রাখতে চায়। এই ক্ষেত্রে বাউল আব্দুল করিম হলেন অনুপ্রেরণা।

আলোচনা সভা শেষে প্রথমে চারণের শিল্পীবৃন্দ এবং পরবর্তীতে বাউল সূর্যালালসহ অতিথি শিল্পীরা বাউল শাহ আব্দুল করিমের গান পরিবেশন করেন।



বিজ্ঞানী মাদাম কুরি স্মরণে আলোচনা সভা ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত



বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ

বিজ্ঞানী মাদাম কুরি স্মরণে ৭ সেপ্টেম্বর বিজ্ঞান পাঠাগার মিলনায়তনে বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ মাগুরা জেলা শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ জেলা সমন্বয়ক প্রকৌশলী শম্পা বসুর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ প্রফেসর আব্দুল হাকিম বিশ্বাস, শিক্ষাবিদ প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস ও ভবতোষ বিশ্বাস জয়।

আলোচকবৃন্দ বলেন, মাদাম কুরি ১৮৬৭ সালে পরাধীন পোল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তখন সে দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের পড়ার অধিকার না থাকায় তিনি প্যারিসে পড়াশোনা করেন এবং

পরবর্তীতে বিজ্ঞান গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। আবিষ্কার করেছেন বেশ কয়েকটি তেজস্ক্রিয় মৌল। তিনি বিজ্ঞানের দুটি শাখায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এবং সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা অধ্যাপক ছিলেন। মানবসমাজের মঙ্গলের জন্য জীবনকে নিবেদন করার মনোভাব তাঁকে অনন্য সাধারণ বিজ্ঞানীতে পরিণত করেছিল। বিজ্ঞান সবার জন্য—এই ছিল তাঁর মনোভাব। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অসুস্থ অবস্থায় এক্স-রে মেশিন তৈরি করেছেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সেবা দিয়েছেন। নারীদের সম্পর্কে সমাজের সংস্কার ভাঙতে এবং মানবকল্যাণে নিবেদিত বড় মানুষ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগাতে বিজ্ঞানী মাদাম কুরির জীবন সংগ্রাম ও কাজ অনুপ্রেরণা তৈরি করবে বলে প্রত্যাশা করেন আলোচনা সভার আয়োজকরা।

কমরেড সুজল ও বাচ্চুর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

স্বৈরাচার এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে রি-রোলিং শ্রমিক আন্দোলনে নিহত শ্রমিক নেতা কমরেড সুজল, বাচ্চু ও ছিনতাইকারীর হাতে নিহত অটো শ্রমিক মো. হাশেমের স্মরণে এবং জুলাই-আগস্ট ছাত্র-শ্রমিক, জনতার গণ অভ্যুত্থানে শ্রমিকসহ নিহতদের স্মরণে ১৩ সেপ্টেম্বর শ্যামপুর বউবাজার আকতারের গ্যারেজে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট ও রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ কদমতলী-শ্যামপুর শাখার উদ্যোগে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রমিক ফ্রন্ট শ্যামপুর শাখার সভাপতি ও সংগ্রাম পরিষদের উপদেষ্টা আফজাল হোসেনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট এর সাংগঠনিক সম্পাদক ও সংগ্রাম পরিষদ এর আহ্বায়ক খালেদুজ্জামান লিপন, রি-রোলিং স্টিল মিলস শ্রমিক ফ্রন্ট এর দপ্তর সম্পাদক এস এম কাদির, শ্রমিকনেতা জালাল আহমেদ, দাউদ আলী মামুন, মো. আকতার, শাহাজাহান, শহীদুল ইসলাম, সোহানুল ইসলাম প্রমুখ। সভার শুরুতে নিহত সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।



শ্রমিকদের আন্দোলনের মুখে দাবি আদায়



এ্যাংকর সিমেন্ট কোম্পানি

বেতন বৃদ্ধি ও দুই মাসের বকেয়া পাওনা পরিশোধসহ ৯ দফা দাবিতে ১ আগস্ট এ্যাংকর সিমেন্ট কোম্পানির শ্রমিকরা ৩১ জুলাই থেকে টানা ২দিন কর্মবিরতি পালন করে। এ্যাংকর সিমেন্টের গেটে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কারখানার শ্রমিক পাভেল, শাহিন, ফারুক, সেলিম ও সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বাসদ বরিশাল জেলা শাখার সমন্বয়ক ডা. মনীষা চক্রবর্তী, সোনারগাঁও টেক্সটাইল শ্রমিক-কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি মাসুম গাজী, শ্রমিক ফ্রন্ট বরিশাল জেলা শাখার সদস্য শহিদুল শেখ, রমজান আকন, ছাত্র ফ্রন্ট বরিশাল মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক সুজল আহমেদ প্রমুখ।

সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, এ্যাংকর সিমেন্ট কোম্পানির শ্রমিকেরা মাসে ৬ হাজার টাকা মজুরিতে দিনে ১২ ঘণ্টা কাজ করে। অথচ তারা ২ মাস ধরে ওভারটাইমের টাকা পায় না। মাসের বেতন তাদের দেয়া হয় পরের মাসের ২৫ তারিখে। এই টাকায় সংসার চালানো অসম্ভব। বিগত ৩ বছর ধরে তাদের বেতন এক টাকাও বাড়ানো হয়নি।

নেতৃবৃন্দ এ্যাংকর সিমেন্ট কোম্পানিতে ন্যূনতম ১২ হাজার ৫০০ টাকা মাসিক বেতন, বকেয়া ওভারটাইম প্রদানসহ ৯ দফা দাবি অবিলম্বে মেনে নেয়ার দাবি জানান নতুবা কর্মবিরতি চালিয়ে যাবার ঘোষণা দেন। পরে এ্যাংকর সিমেন্ট কোম্পানির কর্তৃপক্ষ CEO মেজর মো. শহিদ এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের

দায়িত্বরত কর্মকর্তাবৃন্দ ও শ্রমিকদের পক্ষে একটি প্রতিনিধি দল ও বাসদ বরিশাল জেলার সমন্বয়ক ডা. মনীষা চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সিদ্ধান্ত হয় যে, যাদের বেতন ১০ হাজার টাকার কম তাদের প্রত্যেকে তিন হাজার টাকা বেতন বৃদ্ধি করা হবে যাদের বেতন ১০ হাজারের উপরে তাদের ২,৫০০ টাকা বৃদ্ধি করা করা হবে এবং বাকি ৭ দফা দাবি মেনে নেওয়া হবে।

সোনারগাঁও টেক্সটাইল লভ্যাংশ প্রদান ও ১০% বেতন বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি

২৯ আগস্ট সোনারগাঁও টেক্সটাইল কারখানায় বেতন বৃদ্ধি করে ২০২৪ সালের মজুরি স্কেল চালু করাসহ ৭ দফা দাবিতে দুই দিন ধরে চলা কর্মবিরতির অংশ হিসেবে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। পূর্বঘোষণা অনুযায়ী ৭ দফা দাবি না মানায় শ্রমিকরা অবরোধে গেলে মালিক ও প্রশাসন শ্রমিকপক্ষের সাথে বৈঠক করার আহবান জানায়।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মাসুম গাজী, শাহীন, মো. ইমরান, মো. মোশাররফ, খুকুমনি, হাবিব বাসদ বরিশাল জেলা শাখার সমন্বয়ক ডা. মনীষা চক্রবর্তী, শহিদুল হাওলাদার প্রমুখ।

বৈঠকে লভ্যাংশের ২১ লক্ষ টাকা ডিসেম্বরের মধ্যে বিতরণ করা এবং সেপ্টেম্বর থেকে বেতন ১০% বৃদ্ধি, হাজিরা বোনাস কর্তন না করাসহ মজুরি স্কেলের বেসিক ২০২৫ সালের জুন মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন করার প্রতিশ্রুতি দেন মালিক কর্তৃপক্ষ। শ্রমিকরা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ব্যত্যয় হলে পুনরায় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন।

ভারত বন্ধু রাষ্ট্র দাবি করলেও কাটাতারের বেড়া দিয়ে রেখেছে, সীমান্তে গুলি করে মানুষ মারছে, বাংলাদেশকে পানির ন্যায় হিস্যা দিচ্ছে না। আবার বর্ষায় বাঁধের সকল গেইট খুলে দিয়ে বন্যার পানিতে বাংলাদেশকে ডুবিয়ে দিচ্ছে। নেতৃবৃন্দ বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি নাগরিক হত্যার বিচার এবং হত্যাকাণ্ড বন্ধের দাবি জানান।

প্রসঙ্গ : সংবিধান বিতর্ক

বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট। গণ অভ্যুত্থানে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ ও দেশত্যাগের পর দেশ পরিচালিত হচ্ছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দ্বারা। এ ধরনের পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র কীভাবে পরিচালিত হবে তার নির্দেশনা সংবিধানে নেই। ফলে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা কীভাবে রক্ষিত হবে, নির্বাচন ব্যবস্থা কেমন হবে, নির্বাচিত হলেও এক ব্যক্তির হাতে সকল ক্ষমতা থাকার কারণে স্বৈরাচারী হয়ে উঠা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে কীভাবে, ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করার পথ কী হবে তা নিয়ে চলছে আলোচনা ও বিতর্ক। ইতিমধ্যে সংবিধান সংস্কার করার লক্ষ্যে একটি কমিটি করা হয়েছে। এই কমিটি কী প্রস্তাব দেবে তা রাজনৈতিক মহল কীভাবে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে সংবিধান সংস্কারের একতিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের আছে কি না এসব বিষয়ে সরকারের এখন আলোচনার বিষয়।

মানবজাতির ইতিহাসে রাষ্ট্র একটি নতুন ধারণা। এর যেমন উৎপত্তি আছে, তেমনি আছে পরিবর্তন ও বিকাশ। এসব নিয়ে জানতে হলে রাষ্ট্র দর্শনের ইতিহাসে গ্রিক নগররাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে কোন আলোচনা অগ্রসর হতে পারে না। গ্রিক নগর রাষ্ট্রের কথাও যদি বিবেচনা করা হয় তাহলে তার বিকাশ ঘটেছিল খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম থেকে তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে। সে সময় থেকেই সংবিধান, আইনসভা, আইনের শাসন, ব্যক্তি ও নগর রাষ্ট্রের সম্পর্ক, রাষ্ট্র পরিচালনায় কারা

ভূমিকা পালন করবে ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা, বিতর্ক ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারণার বিকাশ হয়েছে ক্রমাগত। মানুষ মানুষে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আইনি সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ ঘটে সমাজের মাধ্যমে। ফলে ক্রমাগত পালটে গেছে সমাজ, বদলে গেছে শাসকদের সাথে জনগণের সম্পর্কের ধরন। দাস প্রথা দাস এবং দাস মালিক যেমন সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল, সামন্ততন্ত্রে রাজা এবং প্রজার সম্পর্ক তেমন ছিল না আবার পুঁজিবাদে অতীতের সামন্ত সমাজের সম্পর্কের ধরন পালটে গিয়েছে। সমাজ পালটানোর সাথে সাথে পালটে গেছে আইন আর মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের ধরন।

প্রকৃতিতে ধীরে হলেও যেমন পরিবর্তন হয় তেমন পরিবর্তন হয় সমাজেও। তাই সমাজ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, সমাজ বিকশিত হয়, এগিয়ে চলে। সেক্ষেত্রে নিকট ইতিহাসের কথা বিবেচনা করলে দেখা যায়, সবচেয়ে বড় বিপ্লব নিয়ে টিকে ছিল রাজতন্ত্র। রাজতন্ত্রে রাজা আইন প্রণয়ন করতেন, রাজাই দোষী সাব্যস্ত করতেন, বিচার করতেন, শাস্তি দিতেন অথবা ক্ষমা করতেন। এক ব্যক্তির কাছেই কেন্দ্রীভূত ছিল সব ক্ষমতা। এর মানসিক গড়ন ছিল এই যে, রাজা হলো ঈশ্বরের প্রতিনিধি, ফলে রাজা কখনো ভুল করে না। আর প্রজারাও বংশ পরম্পরায় সেটা মেনে চলতে চলতে ভাবতো, রাজার ইচ্ছাই আইন, রাজার কোন ভুল নাই। প্রশ্ন করা অপরাধ, বিরোধিতা করা ক্ষমাহীন অপরাধ। এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

শ্রীলংকা

বামপন্থি আনুড়া কুমারা দিশানায়েকের জয় জনগণের কাছে বামপন্থিরাই ভরসা

প্রথমে কাঁপিয়ে দিল আন্দোলনের ধাক্কা তারপর আশা নিরাশার দোলাচলে এবং সংস্কার বিতর্কে দেশের মানুষকে যুক্ত করে শেষে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে দ্বীপদেশে শ্রীলঙ্কায় বামপন্থির এক নতুন সম্ভাবনার জন্ম দিল। এই সম্ভাবনা দুর্নীতি বিরোধী লড়াইকে শোষণমুক্তির সংগ্রামে পরিণত করে জনগণের বিজয় অর্জনের। দুর্নীতি ও দ্রব্যমূল্যের চাপে বিক্ষুব্ধ জনগণ ২০২২ সালে এক অভূতপূর্ব গণজাগরণের মাধ্যমে তৎকালীন গোতাবায়া রাজাপাকসের সরকারকে উচ্ছেদ করে। এরপর দুই বছর নানা সংকট সন্দেহ মোকাবিলা করে আন্দোলনের পথেই বামপন্থি এনপিপি জোটের প্রার্থী জেভিপি নেতা আনুড়া কুমারা দিশানায়েক বিপুল ভোটে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন। শ্রীলঙ্কার জনগণ ও বামপন্থি দলসমূহের এই আন্দোলন ও বিজয় আমাদের মতো দেশের কাছেও এক অনুপ্রেরণা ও শিক্ষা।

একথা আমাদের সকলের জানা শ্রীলঙ্কা একটা কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করে আজকের এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। ২০১৯ সালে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর দ্বীপরাষ্ট্রটির রাজনৈতিক ক্ষমতার অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে রাজাপাকসে পরিবার। পরের বছর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হন তার ভাই মাহিন্দা রাজাপাকসে। ২০২১ সালে তাদের আরেক ভাই বাসিল রাজাপাকসেকেও সরকারে



আনা হয়। দায়িত্ব দেয়া হয় অর্থমন্ত্রীর। সরকারে আনা হয় পরিবারের অন্য সদস্যদেরও। এভাবে শ্রীলঙ্কার রাজনীতি, সরকার ও ক্ষমতার মসনদে রাজাপাকসে পরিবারের অবস্থান শক্ত হয়ে ওঠে। এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী পরিবার হয়ে ওঠে তারা। নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই ধনী ও কর্পোরেটদের ট্যাক্স কমিয়ে দেন গোতাবায়া রাজাপাকসে। ফিরিয়ে আনেন প্রেসিডেন্সিয়াল ক্ষমতা। কর্তৃত্ববাদী শাসনক্ষমতায় পাকাপোক্ত হওয়ার বাসনা আরও জেঁকে বসে রাজাপাকসে ভাইদের মাঝে। বিবেচনাহীন ঋণ নিয়ে বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নেন তারা। অব্যবস্থাপনা আর অবাধ দুর্নীতি দেশটিকে খাদের কিনারে টেনে আনে। লাফিয়ে এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও জীবনমান উন্নয়নে ১০ দফা বাস্তবায়ন করুন



শ্রম উপদেষ্টা বরাবর সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের স্মারকলিপি প্রদান

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের পক্ষ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক শ্রমিক সমাবেশ শেষে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি প্রদানের কর্মসূচি পালিত হয়। শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতনের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান লিপন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক

জুলফিকার আলী, অর্থ সম্পাদক আবু নাজিম খান বিপ্লব, সাংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক সেলিম মাহমুদ, সদস্য আফজাল হোসেন, রতন মিয়া, এস এম কাদির প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃত্ব দেন, শ্রমজীবী মানুষ জীবন দেয় অধিকার প্রতিষ্ঠার আশায় আর শ্রম দেয় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য। কিন্তু ন্যায় মজুরি এবং অধিকার উভয় ক্ষেত্রেই সে বঞ্চিত থাকে বারবার। ছাত্র-শ্রমিক জনতার গণ-অভ্যুত্থানেও শত শত শ্রমিক জীবন দিয়েছে, আহত হয়েছে, পঙ্গুত্ব বরণ করেছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

লেবানন ও গাজায় বোমা হামলা ও গণহত্যা বন্ধ কর

ইসরায়েলকে জাতিসংঘ থেকে বহিস্কার কর

ফিলিস্তিনের গাজার পর লেবাননে একের পর এক বোমা হামলা চালিয়ে ইতিমধ্যে ৭০০ মানুষকে হত্যা করা করেছে জায়নবাদী ইসরায়েল। এই গণহত্যা বন্ধের দাবিতে সমাবেশ ও প্রতিবাদ মিছিল আয়োজন করেছে বাসদ। বোমা হামলা ও গণহত্যার দায়ে জায়নবাদী ইসরায়েলকে জাতিসংঘ থেকে বহিস্কার ও আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে যুদ্ধবাজ নেতানিয়াহুর বিচারের দাবি

জানিয়েছে বাসদ নেতৃত্ব। ২৮ সেপ্টেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে বাসদ নেতৃত্ব এ আহ্বান জানিয়েছেন।

বাসদ ঢাকা মহানগর শাখার ইনচার্জ কমরেড নিখিল দাসের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, বাসদ ঢাকা মহানগর কমিটির সদস্য খালেকুজ্জামান লিপন, জাকির হোসেন, নাসির উদ্দিন প্রিন্স, রুখসানা আফরোজ আশা।

সমাবেশে নেতৃত্ব দেন, ইঙ্গ-মার্কিন এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৩

